পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএ ফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্ব নিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬টি	৬টি	-	-	৫ টি	৬ টি	২০% - ১০০%	৫টি	১.৬১ % ২৭১%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ৬টি

২। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ:

বিশেষায়িত কাজে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোকবলের অভাব, যথাসময়ে বরাদ্দ না পাওয়া, প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অভাব, ক্রয় কার্যক্রম সঠিকসময়ে সম্পন্ন করতে না পারা ইত্যাদি।

৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

	সমস্যা		সুপারিশ
৩.১	প্রকল্প এলাকায় চাহিদার তুলনায় বেশী দুধ উৎপাদিত হওয়ায় বাজারজাতকরণের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে;	৩.১	উৎপাদিত দুগ্ধ বাজারজাতকরণের জন্য মিল্কভিটাসহ অন্যান্য দুগ্ধ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে;
৩.২	প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন এবং উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গাভী পালনের অনুকূল পরিবেশ এবং সুবিধাভোগীর উপযুক্ততা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি;	৩.২	প্রকল্প এলাকা এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরো সর্তকতা অবলম্বন করা যেতে পারে;
৩.৩	মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা;	৩.৩	অনেক প্রকল্পে ব্যয়বৃদ্ধির প্রবণতা এবং সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত বছরে সংশোধন করার প্রবণতা পরিহার করার জন্য সঠিকভাবে প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে;
৩.৪	বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনার অভাব;	৩.৪	বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে;
৩.৫	শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির পরিমান মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তুলনায় কমে যায়। ফলে দুই এক বার সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হয়;	৩.৫	শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির পরিমাণ মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তুলনায় কমে যাওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। এ ব্যাপারে নদী/খাল খননপূর্বক পানি সংরক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;
৩.৬	প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।	৩.৬	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের জনবল বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

‘আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন’ প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত)শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ

১। **প্রকল্পের নাম** : ‘আরডিএ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী জীবিকায়ন উন্নয়ন’ প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত)

২। **নির্বাহী সংস্থা** : সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৪। **প্রকল্প এলাকা** : দেশের ২৮ জেলার ৪৫টি গ্রাম। **বিস্তারিত সংযোজনী-ক**

৫। **প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় :**

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১৪৯০.৮২	২৮২১.৫২	২৮১৮.৫৭	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি ১ বছর সহ	জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৫ পর্যন্ত	১৩২৭.৭৫ (৮৯%)	বৃদ্ধি ৩ বছর (৬০%)

৬। প্রকল্পের পটভূমি :

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প এর আওতায় ইতোমধ্যে সংরক্ষিত ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার কার্যকারিতা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা । এছাড়াও এ মডেলটি বরেন্দ্র এলাকাসহ অন্যান্য অঞ্চলে প্রদর্শন করা হচ্ছে । প্রকল্পটির মাধ্যমে আরডিএ বগুড়া কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের আওতায় ভিন্নধর্মী আয় বর্ধক কর্মকান্ড গ্রহণ, সেচ ব্যয় কমানো ও ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সংরক্ষণ করার উদ্দ্যোগ নেয়া হবে । এলজিইডি কর্তৃক ১৯৯৫ সাল থেকে ক্ষুদ্র পরিসরে পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প নামে ১ম ও ২য় পর্যয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । প্রথম পর্যায়ে ২৮০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেগুলোর মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নিস্কাশনের কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক হলেও সেচের মাধ্যমে সেচ এলাকা উন্নয়নসহ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে তেমন সহায়ক ভূমিকা পালনে নানাবিধ সমস্যা রয়েছে । এলজিইডি কর্তৃক ইতোমধ্যে নির্মিত বিভিন্ন পানি সংরক্ষণ আধার থেকে আরডিএ উদ্ভবিত ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন করে সেচের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিমান পানি সরবরাহ নিশ্চিত করে।

দেশে বর্তমানে সেচ এলাকার মাত্র ২৫% এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে এবং অবশিষ্ট ৭৫% এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির সাহায্যে সেচ প্রদান করা হয়ে থাকে । ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণকল্পে আরডিএ কর্তৃক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে । এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত Surface Water ব্যবহার কবে ভূ-গর্ভস্থ সেচনালার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করা হয়েছে । ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে সেচসুবিধা প্রাপ্ত জমির পরিমান ১৭ হেক্টেয়ার থেকে ৬৭.২০ হেক্টয়ারে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

পল্লীর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ধিত খাদ্য উৎপাদন এবং অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা/পর্যাপ্ততা অনুযায়ী শুষ্ক মৌসুমে উক্ত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম নিশ্চিত করা;

২. লাভজনক এবং দক্ষ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন;

৩. আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সারাদেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা;

৪. মানসম্মত উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি;

৫ . দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম গ্রহন করা; যেমন হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালন, উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়ন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি ;

৬. আরডিএ ঋণ কর্মসূচীর সহায়ক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা ;

৭ . একুশ শতকে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা ;

৮. টেকসই প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মডেল উন্নয়ন করা ;

৯ . সেচ খরচ হ্রাসকরণ;

১০. বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে শুকনো মৌসুমে লোডশেডিং কমানো; এবং

১১. ভূ-গর্ভস্থ পানি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা বৃদ্ধির মাধ্যমে ভু-গর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা।

৮। প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন

প্রকল্পটি জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৪৯০.৮২ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে ৩০/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ৩১/০৫/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়।

প্রকল্পটির প্রথম সংশোধন জুলাই ২০০৭ হতে জুন **২০১৪** মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য **২৮২১.৫২** লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮/০৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০৮/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়।

পরবর্তীতে, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ আরও ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে **জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১৫** নির্ধারণ করা হয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে ২৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়। অর্থাৎ প্রকল্পটির প্রকৃত মেয়াদ ছিল জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১৫ এবং মোট ব্যয় ২৮২১.৫২ লক্ষ টাকা।

৯। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম: (লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও বিবরণ		পরিমান/ সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	জন	১০০.০০	৩০০০ জন	৯৯.৯৭ ৯৯.৯৭%	৩০০০ জন
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	থোক	৪০.০০		৩৯.৯৯ ৯৯.৯৮%	
৬৮১৫	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদি	থোক	২৫.০০		২৪.৯৯ ৯৯.৯৬%	
৭০৩৬	সেচ অবকাঠামো (প্রদর্শনী স্কীম)	সংখ্যা	১১২৫.০০	৪৫ টি	১১২৪.০৮ ৯৯.৯২%	৪৫ টি
	ডিপটিউবয়েল স্থাপন	সংখ্যা	৩০০.০০	২০ টি	৩০০.০০ ১০০%	২০ টি
৭৩০১	সীড ক্যাপিটাল (উন্নয়ন খাতে নগদ ঋণ)	সংখ্যা	৯০০.০০	৪৫ টি	৯০০.০০ ১০০%	৪৫ টি

১০। মূল্যায়ন পদ্ধতি(Methodology): প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা।;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১১। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রঃ নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব এম এ মতিন	তৎকালীন পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক)	পূর্ণকালীন	২২/০৭/২০০৭ হতে ০৫/০৯/২০১১
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস হোসেন খান	উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	০৬/০৯/২০১১ হতে ২১/১০/২০১৪
৩।	জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা	উপ-পরিচালক	পূর্ণকালীন	২২/১০/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৫

১২। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই ।

১৩। অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি: **বিস্তারিত সংযোজনী-খ দ্রষ্টব্য।**

১৪। প্রকল্প পরিদর্শন :

গত ২৯/১০/২০১৬ তারিখে আইএমইডির পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসাইন কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পের উপর বগুড়া জেলায় বাস্তবায়িত মোট ৩টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়; যথা ১ । কালিয়াকৈর এসডব্লিউপি উপ-প্রকল্প, শেরপুর, বগুড়া ২ । বেটখৈর এসডব্লিউপি উপ-প্রকল্প, শেরপুর, বগুড়া এবং ৩। চান্দাইকোনা-সীমাবাড়ী এসডব্লিউপি উপ-প্রকল্প, শেরপুর, বগুড়া। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

পরিদর্শন ও বর্ণনা	স্থিরচিত্র
১৪.১ কালিয়াকৈর এসডব্লিউপি উপ-প্রকল্প, শেরপুর, বগুড়া (স্থাপনকাল ২০০৮) প্রকল্পের সুবিধাভোগীদেরসাথে আলোচনা এবং কার্যক্রম পরিদর্শনঃ **পরিদর্শনের তারিখ: ২৯ অক্টোবর,২০১৬** **অবকাঠামোসমূহঃ** ক) স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপঃ ০১টি (ডিসচার্জ ১০-২০ ঘনমিটার/ঘন্টা); খ) ওভারহেড ট্যাংকঃ ০১ টি (গ্রাউন্ড রিজার্ভরসহ ২০,০০০ লিটার); গ) ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালাঃ ৪৫৬০ ফুট; ঘ) খাবার পানি সরবরাহ লাইনঃ ৭৭৫০ ফুট; ঙ) সেন্টিফিউগাল পাম্প এন্ড মটরঃ ০১টি (৩০ এইচপি, ডিসচার্জ ১০০-৩৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা); চ) হেডার ট্যাংকঃ ০১টি (৩ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট ১৩.৫ ফুট উচ্চতা)।	 চিত্র-১ ঃ ভূ-উপরিস্থ পানি সরবরাহের হেডার ট্যাংক

আরডিএ ঋণ কার্যক্রমঃ

সীড ক্যাপিটাল বরাদ্দ ঃ ২০,০০,০০০.০০ টাকা

সার্ভিস চার্জঃ ১১% (সরল সুদ)

ঋণ বিতরণ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ঃ ১,২০,০১,০০০.০০ টাকা

ঋণ গ্রহণকারী সদস্যঃ ৪৮ জন (পুরুষ-৩৩ জন, মহিলা-১৫ জন)

আদায় হারঃ ৯৫%

চিত্র-২ ঃ নদী হতে পানি উত্তোলনের লাইন পরিদর্শন

উপ-প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৭৭৪ জন (সেচ সুবিধাভোগী-৭৫ জন, খাবার পানির সুবিধাভোগী-৫৬০ জন, ঋণ গ্রহণকারী-৪৮ জন এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত- ৯১ জন) । বর্তমানে উপ-প্রকল্পের আওতায় ১৫৪ বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে এবং ১১২টি বাড়িতে খাবার পানির সংযোগ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়াও এ উপ-প্রকল্পের পানি দ্বারা বিভিন্ন ছোট ছোট পোল্ট্রি খামার, ডেইরী খামার, মৎস্য পুকুর, উদ্যান ও নার্সারীতে পানি সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা পরিদর্শনকালে দৃশ্যমান হয় । পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ যেমন: ডেইরী, পোল্ট্রি, নার্সারী, হ্যাচারী, ডাল ও তৈল বীজ শস্য উৎপাদন, প্লাম্বিং এন্ড ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণের পর তাদের দৈনন্দিন পারিবারিক আয় আগের তুলনায় অনেক বেড়েগেছে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে মর্মে সুফলভোগীগণ জানান।

চিত্র-৩ঃ সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়

১৪.২ বেটখৈর এসডব্লিউপি উপ-প্রকল্প, শেরপুর, বগুড়া (স্থাপনকাল ২০০৮) প্রকল্পের সুবিধাভোগীদেরসাথে আলোচনা এবং কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

পরিদর্শনের তারিখ: ২৯ অক্টোবর,২০১৬

অবকাঠামোসমূহঃ

ক) হেডার ট্যাংকঃ ০১টি (৩ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট ১৩.৫ ফুট উচ্চতা);

খ) ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালাঃ ১১,১৪৮ ফুট;

গ) সেন্টিফিউগাল পাম্প এন্ড মটরঃ ০১টি (৩০ এইচপি, ডিসচার্জ ১০০- ৩৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা);

ঘ) সেন্টিফিউগাল পাম্প এন্ড ইঞ্জিনঃ ০১টি (৩০ এইচপি, ডিসচার্জ ১০০-৩৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা);

আরডিএ ঋণ কার্যক্রমঃ

সীড ক্যাপিটাল বরাদ্দ ঃ টাকা ২০,০০,০০০.০০ টাকা

সার্ভিস চার্জঃ ১১% (সরল সুদ)

ঋণ বিতরণ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ঃ ১,২৮,২০,০০০.০০ টাকা

ঋণ গ্রহণকারী সদস্যঃ ৬৩ জন (পুরুষ-৩০ জন, মহিলা-৩৩ জন)

আদায় হারঃ ৯৪%

চিত্র-১ ঃ উপ-প্রকল্পের সভপতির সাথে মতবিনিময়

উপ-প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৩৪৩ জন (সেচ সুবিধাভোগী-১৭৫ জন, ঋণ গ্রহণকারী-৬৩ জন এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত- ১০৫ জন) । বর্তমানে উপ-প্রকল্পের আওতায় ৩৫০ বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে । এছাড়াও এ উপ-প্রকল্পের পানি দ্বারা মৎস্য চাষ (পুকুর), উদ্যান ও নার্সারীতে পানি সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা পরিদর্শনকালে দেখা যায় । পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ যেমন: ডেইরী, পোল্ট্রি, নার্সারী, হ্যাচারী, ডাল ও তৈল বীজ শস্য উৎপাদন, প্লাম্বিং এন্ড ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণের পর তাদের দৈনন্দিন পারিবারিক আয় আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছেমর্মে সুফলভোগীগণ জানান।

চিত্র-২ ঃ ভূ-উপরিস্থ পানির মাধ্যমে সবজি চারা উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন

পরিদর্শন ও বর্ণনা	স্থিরচিত্র

১৪.৩ চান্দাইকোনা-সীমাবাড়ী এসডব্লিউপি উপ-প্রকল্প, শেরপুর, বগুড়া (স্থাপনকাল ২০০৮) প্রকল্পের সুবিধাভোগীদেরসাথে আলোচনা এবং কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

পরিদর্শনের তারিখ: ২৯ অক্টোবর,২০১৬

অবকাঠামোসমূহঃ

ক) হেডার ট্যাংকঃ ০১টি (৩ প্রকোষ্ট বিশিষ্ট ১৩.৫ ফুট উচ্চতা);

খ) ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালাঃ ১০,২২৮ ফুট;

গ) সেন্টিফিউগাল পাম্প এন্ড মটরঃ ০১টি (৩০ এইচপি, ডিসচার্জ ১০০- ৩৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা);

ঘ) সেন্টিফিউগাল পাম্প এন্ড ইঞ্জিনঃ ০১টি (১৫ এইচপি, ডিসচার্জ ৫০-১৭৫ ঘনমিটার/ঘন্টা);

চিত্র-১ ঃ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সদস্যদের সাথে হেডার ট্যাংক পরিদর্শন

আরডিএ ঋণ কার্যক্রমঃ

সীড ক্যাপিটাল বরাদ্দ ঃ ২০,০০,০০০.০০ টাকা

সার্ভিস চার্জঃ ১১% (সরল সুদ)

ঋণ বিতরণ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ঃ ১,৬২,৭৭,০৪০.০০ টাকা

ঋণ গ্রহণকারী সদস্যঃ ১৬৪ জন (পুরুষ-১১৮ জন, মহিলা-৪৬ জন)

আদায় হারঃ ৯১%

চিত্র-২ ঃ উপ-প্রকল্পের পাম্প হাউজ পরিদর্শন

উপ-প্রকল্পের আওতায় মোট সুফলভোগীর সংখ্যা ৪৭০ জন (সেচ সুবিধাভোগী-২০০ জন, ঋণ গ্রহণকারী-১৬৪ জন এবং বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত- ১০৬ জন) । বর্তমানে উপ-প্রকল্পের আওতায় ৩৫০ বিঘা জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে । এছাড়াও এ উপ-প্রকল্পের পানি দ্বারা মৎস্য চাষ (পুকুর), উদ্যান ও

নার্সারীতে পানি সরবরাহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে যা পরিদর্শনকালে দৃশ্যমান হয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ যেমন: নারী সচেতনতা, ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ, হাঁস-মুরগী পালন, গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ, নার্সারী, হ্যাচারী, ডাল ও তৈল বীজ শস্য উৎপাদন, প্লাম্বিং এন্ড ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ ইত্যাদি গ্রহণের পর তাদের দৈনন্দিন পারিবারিক আয় আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে এবং জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়েছে মর্মে সুফলভোগীগণ জানান।

চিত্র-৩ ঃ সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় সভা।

আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতিঃ

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এর আওতায় আরডিএ ঋণ নীতিমালা (সংশোধিত) অনুসরণে বিভিন্ন প্রকল্পের সীড ক্যাপিটাল ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ, মহিলাদের সচেতনতা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি করাই এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র প্রকল্প এলাকায় সুবিধাভোগীদের মাঝে ঘূর্নায়ামান তহবিল হিসেবে ১১% সার্ভিস চার্জ (বাস্তবায়নকারী সংস্থা- ২%, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় জনবল, যাতায়াত ও অন্যান্য খরচ মিটানো বাবদ- ৯%) সরল সুদ পদ্ধতিতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে । ঋণের পরিমাণ একক ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং পরবর্তিতে ঋণসীমা সর্বোচ্চ ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা বৃদ্ধি করা যাবে । যৌথ কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ঋণের সীমা ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা এবং পরবর্তিতে ঋণসীমা সর্বোচ্চ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা বৃদ্ধি করা যাবে। ৪৬টি সমান সাপ্তাহিক কিস্তিতে বিনিয়োগকৃত ঋণের অর্থ আরোপিত ১১% সার্ভিস চার্জ সহ আসলের সাথে একত্রে আদায়যোগ্য । উক্ত ঋণ কার্যক্রম সরাসরি মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে আরডিএ ঋণ নীতিমালা (সংশোধিত) অনুযায়ী সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।

১৫.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, সুফলভোগী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে,

১৫.১ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং ধান, শাক-সব্জির ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে;

১৫.২ ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে ;

১৫.৩ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের ফলে মানুষের জীবন জীবিকার উন্নয়ন লক্ষ্য করা যাচ্ছে;

১৫.৪ অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে;

১৫.৫ প্রকল্পটি একটি গবেষণাধর্মী । সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফল আশাব্যাঞ্জক, তবে প্রকৃত ও বহুমুখী ফলাফল পেতে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণসহ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করা প্রয়োজন;

১৫.৬ ভবিষ্যতে উপ-প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত/নির্বাচনে অন্ততপক্ষে ৭০ একর সেচ এলাকা, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা যেখানে ১৫০ টি পরিবার নিয়ে আগ্রহী এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে ডিএই, বিআরডিবি, বিএডিসি, এলজিডি সমন্বয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

১৫.৮ উপ-প্রকল্পের সাধারণ সুফলভোগী জনগোষ্ঠী যাতে বঞ্চিত না হয় সে লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সমিতি কর্তৃক পানির ব্যবহারের যৌক্তিক চার্জ নির্ধারণে আরডিএর নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। এজন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে, বর্তমানে সমিতি পানির চার্জ নির্ধারণ করে থাকে;

১৫.৯ শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির পরিমাণ মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তুলনায় কমে যাওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে। এ ব্যাপারে নদী/খাল খননপূর্বক পানি সংরক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৫.১০ আরডিএ ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ৪৬টি সমান সাপ্তাহিক কিস্তিতে বিনিয়োগকৃত ঋণের অর্থ আরোপিত ১১% সার্ভিস চার্জ সহ আসলের সাথে একত্রে আদায় করা হয় । প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম সরাসরি মহাপরিচালকের অনুমোদনক্রমে আরডিএ ঋণ নীতিমালা (সংশোধিত) অনুযায়ী সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। উপকারভোগীদের মধ্যে সীড ক্যাপিটাল থেকে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ বাধ্যতামূলক না রেখে প্রয়োজনে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সমাপ্তি ভিত্তিক কিস্তি আদায় পাক্ষিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবে শতভাগ ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে;

১৫.১১ আরডিএ-উদ্ভাবিত ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা একটি টেকসই মডেল। এ মডেলটি সারা দেশে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য এলাকায় এ ধরণের প্রকল্প সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। মূল বৈশিষ্ট হলোঃ জমির অপচয় রোধ হয়, নিচু এলাকা থেকে উচু এলাকায় পানি সরবরাহ করা, সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি পায়, সেচ এলাকা বৃদ্ধি পায়। এ কারণে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া ১৯৮২ সালে গবেষণালব্ধ ফলাফলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা স্থাপন করে সেচসুবিধা প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ১৭ হেক্টেয়ার থেকে ৬৭.২০ হেক্টয়ারে উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে । এ জন্য পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ২০০৪ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত হয়। বর্তমানে এ মডেলটি বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এ মডেলটি সারাদেশে সম্প্রসারণ করছে; দেশের অন্যান্য এলাকায় এ ধরণের প্রকল্প সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

১৬। সমস্যা:

১৬.১ শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির পরিমান মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তুলনায় কমে যায়; ফলে দুই এক বার সেচ কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে; এবং

১৬.২ উপ-প্রকল্পের আওতায় ঋণ আদায়ের হার শতভাগ পরিলক্ষিত হয়নি (সর্বোচ্চ ৯৫% ও সর্বনিম্ন ৯১%)।

১৭। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ২৮২১.৫২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৮১৮.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৯০%।

১৮। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
ক) ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা/ পর্যাপ্ততা অনুযায়ী শুষ্ক মৌসুমে উক্ত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম নিশ্চিত করা	ক) সুবিধাভোগীদের প্রদেয় তথ্যমতে, প্রকল্প এলাকাগুলোতে এ প্রকল্পটি স্থাপনের পূর্বে সাধারণতঃ গভীর নলকূপ/অগভীর নলকূপ/বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর করে সেচ কার্যক্রম চালাত। ফলে শুষ্ক মৌসুমে পানি স্তরের নিম্নগামীতা বা খরার কারণে উক্ত এলাকাসমূহে সেচ কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যহত হতো । এ প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে ভূ-উপরিস্থ (নদী/খাল যেখানে পর্যাপ্ত পানি রয়েছে) পানি উত্তোলনের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে।
খ) লাভজনক এবং দক্ষ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন	খ) কৃষকরা প্রচলিত পদ্ধতিতে উন্মুক্ত কাচা সেচ নালার মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম চালাত । ফলে প্রায় ৪০% পানি অপচয় হতো, পাশাপাশি জমিরও অপচয় হতো । আরডিএ উদ্ভাবিত লাভজনক এবং দক্ষ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা প্রতি উপ-প্রকল্পে গড়ে ১.৫ - ২.০ কিঃমিঃ স্থাপনের ফলে প্রায় ৪০% পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং জমির পরিমাণ গড়ে ১৭ হেক্টর থেকে ৬৭.২০ হেক্টরে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে বিধায়; আশাব্যঞ্জক ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়েছে।
গ) আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ের ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা সারাদেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রদর্শন করা	গ) এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ২৮টি জেলার ৪৫টি এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা সম্প্রসারণ তথা প্রদর্শন করা হয়েছে; যা অন্যান্য স্থানেও সরকারি/ বেসরকারি/সমিতি/ব্যক্তি মালিকানা পর্যায়ে এধরণের ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা সম্প্রসারণ করার সুযোগ রয়েছে।
ঘ) মানসম্মত উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি	ঘ) প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে গতানুগতিক পদ্ধতিতে স্থানীয় বীজ দ্বারা ফসল উৎপাদন করা হতো। প্রকল্প গ্রহণের ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মানসম্মত উচ্চফলনশীল বীজের যেমন- ব্রি-হাইব্রিড-১, হাইব্রিড-২, স্বর্ণা, হীরা ইত্যাদি ধান চাষের প্রশিক্ষণ তথা পরামর্শ

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
	প্রদান করা হয়েছে; বিধায় কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে।
ঙ) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রম গ্রহন করা; যেমন হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালন, উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়ন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি;	ঙ) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় নূন্যতম ৮০ জন সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; যেমনঃ হাঁস-মুরগী ও গবাদী পশু পালন, উদ্যান ও নার্সারী উন্নয়ন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা, কৃষি উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি;
চ) আরডিএ ঋণ কর্মসূচীর সহায়ক বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা;	চ) আরডিএ ঋণ প্রদানের পূর্বে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় নূন্যতম ৮০ জন সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধণমূলক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক আগ্রহী সুবিধাভোগীদের মধ্যে স্ব-স্ব ট্রেডে ঋণ প্রদান করা হয় । ঋণ আদায়ের হার সর্বোচ্চ ৯৫% ও সর্বনিম্ন ৯১%।
ছ) একুশ শতকে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	ছ) প্রকল্প এলাকাগুলোতে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে যথাঃ লাভজনক ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা; বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ; স্ব-স্ব ট্রেড নির্বাচন পূর্বক ঋণ প্রদান ইত্যাদির ফলে একুশ শতকে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে;
জ) টেকসই প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মডেল উন্নয়ন করা;	জ) নদী/খাল হতে সেচের পানি হেডার ট্যাংকে উত্তোলন এবং হেডার ট্যাংক হতে উক্ত পানি ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ কার্যক্রম একটি আরডিএ-উদ্ভাবিত স্বীকৃত টেকসই মডেল যার স্থায়ীত্ব প্রায় ২০-২৫ বছর ধরা হয়েছে;
ঝ) সেচ খরচ হ্রাসকরণ;	ঝ) আরডিএ উদ্ভাবিত লাভজনক এবং দক্ষ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা স্থাপনের ফলে প্রায় ৪০% পানির অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে এবং জমির পরিমান গড়ে ১৭ হেক্টর থেকে ৬৭.২০ হেক্টরে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে বিধায়; সেচ খরচ অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে;
ঞ) বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে লোডশেডিং কমানো; এবং	ঞ) ভূ-উপরিস্থ পানি উত্তোলনের হেড তুলনামূলকভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের হেড অপেক্ষা অনেক কম; ফলে এক্ষেত্রে অনেক কম ক্ষমতা সম্পন্ন হেডের পাম্প-মোটর ব্যবহার করতে হয়; বিধায় এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে সেচ খরচ কমানো সম্ভব হয়েছে; এবং
ট) ভূ-উপরিস্থ পানি দ্বারা সেচ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা।	ট) ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণকল্পে আরডিএ কর্তৃক প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে । ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের প্রাকৃতিক পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা সহায়ক হচ্ছে।

১৯। সুপারিশ :

১৯.১ ভবিষ্যতে উপ-প্রকল্প এলাকা চিহ্নিত/নির্বাচনে অন্ততপক্ষে ৭০ একর সেচ এলাকা, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা যেখানে ১৫০ টি পরিবার নিয়ে আগ্রহী এলাকাকে প্রাধান্য দিয়ে ডিএই, বিআরডিবি, বিএডিসি, এলজিডি সমন্বয়করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় সেচ নালার স্থাপনের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে

১৯.২ উপ-প্রকল্প এলাকার সার্বিক কার্যক্রম মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আরডিএ এ বিষয়ে বেশি বেশি গণসংযোগ ও প্রচার করা প্রয়োজন

১৯.৩ উপ-প্রকল্পের সাধারণ সুফলভোগী জনগোষ্ঠী যাতে বঞ্চিতনা হয় সে লক্ষ্যে বাস্তবায়নকারী সমিতি কর্তৃক পানির যৌক্তিক চার্জ নির্ধারণে আরডিএর নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন আরডিএ কর্তৃক এজন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে;

১৯.৪ শুষ্ক মৌসুমে নদীতে পানির পরিমাণ মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তুলনায় কমে যাওয়ায় সেচ কার্যক্রম ব্যহত হয়েছে। এ ব্যাপারে নদী/খাল খননপূর্বক পানি সংরক্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে;

১৯.৫ আরডিএ ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ৪৬টি সমান সাপ্তাহিক কিস্তিতে বিনিয়োগকৃত ঋণের অর্থ আরোপিত ১১% সার্ভিস চার্জ সহ আসলের সাথে একত্রে আদায় করা হয় । উপকারভোগীদের মধ্যে সীড ক্যাপিটাল থেকে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম

পরিচালনার ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ বাধ্যতামূলক না রেখে প্রয়োজনে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড সমাপ্তি ভিত্তিক কিস্তি আদায় পাক্ষিক/মাসিক/ত্রৈমাসিক/অর্ধবার্ষিক নির্ধারণ করা যেতে পারে, তবে শতভাগ ঋণ আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

১৯.৬ একুশ শতকে বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটানো তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ ধরনের জাতীয় প্রকল্পগুলো সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের নিমিত্তে ভবিষ্যতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৯.৭ আরডিএ-উদ্ভাবিত ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা একটি টেকসই মডেল। এ মডেলটি সারা দেশে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য এলাকায় এ ধরণের প্রকল্প সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

১৯.৮ এটি একটি গবেষণাধর্মী প্রকল্প। প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা/সুবিধা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

১৯.৯ প্রকল্পটি External Audit দ্রুত সম্পাদন এবং এর Findings IMED-কে অবহিত করতে হবে; এবং

১৯.১০ সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাবলী আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে আইএমইডি 'কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযোজনী-ক

প্রকল্পের অবস্থান : দেশের ২৮ জেলার ৪৫ টি গ্রাম

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	গ্রামের নাম
১	রাজশাহী - ৫ টি	বগুড়া	শেরপুর	বেটখৈর
২		বগুড়া	শেরপুর	কালিয়াকৈর
৩		বগুড়া	শেরপুর	কল্যানী
৪		বগুড়া	শেরপুর	সিমাবাড়ী
৫		সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	ধানগড়া
৬	ঢাকা - ৭ টি	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	গামারীতলা
৭		নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	উত্তরপাড়া
৮		মাদারীপুর	শিবচর	শিবচর
৯		মাদারীপুর	রাজৈর	লিলামবরদি
১০		রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি	বালিয়াকান্দি
১১		গোপালগঞ্জ	সদর	বাঁসবাড়ী
১২		ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	আলফাডাঙ্গা
১৩	রংপুর - ১ টি	পঞ্চগড়	বোদা	ঠাকুরপাড়া
১৪	বরিশাল - ১২ টি	বরিশাল	মূলাদি	দড়িরচর
১৫		ভোলা	চরফ্যাসন	চরফকিড়া
১৬		ভোলা	মনপুরা	ঢালচর
১৭		পটুয়াখালী	সদর	ভাগিরাবাদ
১৮		পটুয়াখালী	কালাইয়া বন্দর	বাউফল
১৯		পিরোজপুর	নাজিরপুর	ভীমকাঠি
২০		পিরোজপুর	জিয়ানগর	পর্তাশী
২১		পিরোজপুর	বাশুরী	বাশুরী
২২		বরগুনা	তালতলী	মৌরভী
২৩		বরগুনা	সদর	পশ্চিম বুড়িরচর
২৪		ঝালকাঠি	ভৈরবপাশা	ভৈরবপাশা
২৫		বরিশাল	উজিরপুর	উজিরপুর
২৬	সিলেট - ৪ টি	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	কুমড়াকাপন
২৭		সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	জগন্নাথপুর
২৮		সুনামগঞ্জ	সদর	ব্রাক্ষণগাঁও
২৯		সুনামগঞ্জ	ধারারগাঁও	দোয়ারাবাজার
৩০	খুলনা - ১০ টি	মাগুড়া	শালিখা	বয়রা
৩১		মাগুড়া	সদর	বারশিয়া
৩২		বাঘেরহাট	চিতলমারী	বেতিবুনিয়া
৩৩		বাঘেরহাট	চিতলমারী	খলিশাখালী
৩৪		বাঘেরহাট	মোড়লগঞ্জ	শ্রীপুর
৩৫		খুলনা	তেরখাদা	কাটেঙ্গা
৩৬		খুলনা	কয়রা	মদিনাবাদ
৩৭		সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	গোবিন্দপুর
৩৮		নড়াইল	লোহাগড়া	কালনা
৩৯		নড়াইল	সদর	নড়াইল
৪০	চট্রগ্রাম - ৬ টি	বি-বাড়ীয়া	বাঞ্ছারামপুর	আসাদনগর
৪১		লক্ষীপুর	সদর	দিঘলী

ক্রঃ নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা	গ্রামের নাম
৪২		খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা	শান্তিনগর
৪৩		চট্রগ্রাম	ফটিকছড়ি	হারুয়ালছড়ি
৪৪		চাঁদপুর	কচুয়া	সুয়ারুল
৪৫		কক্সবাজার	রামু	রামু
			সর্বমোট	**৪৫ টি গ্রাম**

প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:(পিসিআর এর ভিত্তিতে)

সংযোজনী-খ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও বিবরণ		পরিমান / সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
৪৫০০	অফিসারদের বেতন	জন		৯ জন		৯ জন (বরাদ্দ বিহীন অতিরিক্ত দায়িত্বে)
৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	জন	৩৫.২০	১১ জন	৩৪.৯৯	১১ জন
৪৭০০	ভাতাদি		৩৬.৩০		৩৫.৮০	
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**					
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়		১০.০০		৯.৮৭	
৪৮০৫	ওভারটাইম ভাতা		২.০০		১.৯৩	
৪৮০৬	ভাড়া-অফিস		৭.০০		৬.৯৯	
৪৮১৫	ডাক		১.৫০		১.৩২	
৪৮১৬	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার		৬.০০		৬.০০	
৪৮২১	বিদ্যুৎ		৩.০০		২.৯৯	
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট		২৫.০০		২৪.৮১	
৪৮২৭	পাবলিকেশন, পাবলিসিটি এবং ডকুঃ		২৫.০০	৭ টি	২৪.৯৯	৭ টি
৪৮২৮	ষ্টেশনারী		১০.০০		৯.৯৭	
৪৮৩৬	ইউনিফর্ম		০.৮০		০.৮০	
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	জন	১০০.০০	৩০০০ জন	৯৯.৯৭	৩০০০ জন
৪৮৪২	সেমিনার, কনফারেন্স	টি	২০.০০	৬ টি	১৯.৯৮	৬ টি
৪৮৪৫	আপ্যায়ন		৫.০০		৫.০০	
৪৮৪৬	পরিবহণ ব্যয়		৫০.০০	২ টি	৪৯.৪৬	২ টি
৪৮৫১	অনিয়মিত শ্রমিক		২.০০		২.০০	
৪৮৮৩	সম্মানী/ফি/পারিশ্রমিক		৩৫.০০		৩৪.৯৯	
	মূল্যায়ন		১০.০০	২ টি	৯.৯৯	২ টি
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়		১২.০০		১২.০০	
৪৯০০	**মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন**					
৪৯০১	যানবাহন		৪.০০		৩.৯৮	
৪৯০৬	আসবাবপত্র		২.০০		২.০০	
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস যন্ত্রপাতি		৫.০০		৪.৯৮	
	মোট রাজস্ব ব্যয়		**৪০৬.৮০**		**৪০৪.৮১**	
(খ) মূলধন ব্যয়						
৬৮০০	**সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়**					
৬৮০৭	মোটর যানবাহন	টি	৪.৭২	৪ টি	৪.৭২	৪ টি
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম		৪০.০০		৩৯.৯৯	
৬৮১৫	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ইত্যাদি		২৫.০০		২৪.৯৯	
৬৮২১	আসবাবপত্র		২০.০০		১৯.৯৮	
৭০০০	**নির্মাণ ও পূর্ত**					
৭০৩৬	সেচ অবকাঠামো (প্রদর্শনী স্কীম)		১১২৫.০০	৪৫ টি	১১২৪.০৮	৪৫ টি
	ডিপটিউবয়েল স্থাপন		৩০০.০০	২০ টি	৩০০.০০	২০ টি

অর্থনৈতিক কোড রেঞ্জ ও বিবরণ		পরিমান / সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭৩০০	**ঋণ অগ্রীম প্রদান**					
৭৩০১	সীড ক্যাপিটাল (উন্নয়ন খাতে নগদ ঋণ)		৯০০.০০	৪৫ টি	৯০০.০০	৪৫ টি
	মোট মূলধন ব্যয়		**২৪১৪.৭২**		**২৪১৩.৭৬**	
সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন)			**২৮২১.৫২**		**২৮১৮.৫৭ (৯৯.৯০%)**	

সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্তঃ জুন, ২০১৫ খ্রিঃ

১। **প্রকল্পের নাম** : **সমবায় অধিদপ্তরের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিস উন্নয়ন প্রকল্প**

২। **নির্বাহী সংস্থা** : সমবায় অধিদপ্তর।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৪। **প্রকল্প এলাকা** : সমগ্র বাংলাদেশ। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট অবস্থান নিম্নে দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	অবস্থান
১।	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় (সমবায় ভবন, আগারগাঁও), ঢাকা।
২।	বিভাগীয় সমবায় কার্যালয় - ৭টি
৩।	জেলা সমবায় কার্যালয় – ৬৪ টি
৪।	বাংলাদেশ সমবায় একডেমী, কোটবাড়ী, কুমিল্লা।
৫।	আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউট - ১০টি
৬।	উপজেলা সমবায় কার্যালয় - ৪৯১ টি

৫। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় :**

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	সংশোধিত			
১৬৯১.১৭	১৮১৩.২৫	১৭১৮.৩৬	মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	মে, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫	২৭.১৯ (১.৬১%)	১ বৎসর (৩৩%)

৬। **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭। অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

অংগের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	**একক**	**লক্ষ্য মাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)**		**প্রকৃত অগ্রগতি**		**বিচ্যুতির কারণ**
		আর্থিক	**বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)**	**আর্থিক**	**বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)**	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
কম্পিউটার যন্ত্রাংশ	সংখ্যা	৬০৯.০০	২৯২৫	৬০৫.৭৬	২৯২৫	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ক্রয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
সফটওয়্যার	সংখ্যা	২০.৭৫	থোক	২০.৭৩	৪	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ক্রয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয়

অংগের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্য মাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						হয়েছে।
বৈদ্যুতিক সরঞ্জমাদি	টন	২৫.০০	৪০	২৫.০০	৪০	প্রকৃত ব্যয়ের ভিত্তিতে সংশোধিত পি.পি'তে সংস্থান রাখা হয়েছে বিধায় কোন বিচ্যুতি নেই।
যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদি	সংখ্যা	১১.৫০	৪	১১.৪৯	৪	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ক্রয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৫.০০	১২৭	১১.০৯	১২৭	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ক্রয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
ইন্টারনেট	থোক	৬০.০০	-	৫৩.৫৭	-	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ক্রয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
জনবল	জন	৩২৬.৪৫	৭৩	২৯৭.৩২	৫৭	প্রকল্পে নিয়োগকৃত কর্মচারীর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে চাকুরী ছেড়ে দেয়ায় প্রকল্প সমাপ্তকালীন ৫৫ জন নিয়োজিত ছিলেন বিধায় এখাতে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।
পরামর্শক	ফার্ম	৪৫৭.০০	২	৪০৮.১৮	২	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ব্যয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	১৬১.৭৫	১১৯০	১৬১.৬৮	১১৯০	একজন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশাসনিক কারণে ভাতা কম দেয়ায় সমূদয় অর্থ ব্যয় হয়নি।
মুদ্র	থোক	২০.০০	-	১৯.৯২	-	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ব্যয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত	থোক	২০.০০	-	১৯.৯৭	-	দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ব্যয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
মটর মোরামত	থোক	১০.০০		১০.০০		
কম্পিউটার সামগ্রী	থোক	১৫.০০		১৪.৯৯		দরপত্রে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরের ভিত্তিতে ব্যয় করা হয়েছে বিধায় আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।
সেমিনার/কর্মশালা	সংখ্যা	১০.০০	৫	১০.০০		
অন্যান্য	-	৫১.৮০	-	৪৮.৬৬	-	জ্বালানী, পরিবহন ও বিজ্ঞাপন খাতে ব্যয় কম হয়েছে বিধায় অর্থ সাশ্রয় হয়েছে।
মোট	**-**	**১৮১৩.২৫**	**-**	**১৭১৮.৩৬ (৯৪.৭৭%)**	**-**	**-**

৮। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই ।

৯। মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology): আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;

- পিসিআর পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন ও সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা|;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা|

১০। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:** তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সমবায় সমিতিগুলোর অন-লাইন মনিটরিং পদ্ধতির প্রবর্তন,সমবায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা অন-লাইনে প্রদান এবং সমবায়ী ও সমবায় অধিদপ্তরের জনবলকে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছেঃ

- সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের দপ্তর এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেম প্রবর্তণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার ইন্সটলেসন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- একটি ডায়নামিক ওয়েবপোর্টাল চালুর মাধ্যমে সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও সমবায় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনলাইনে ডাউনলোড করার সুবিধা সম্বলিত ই-সিটিজেন সার্ভিস চালুকরণ;
- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর ও অধীনস্থ সংস্থাসমুহের মধ্যে একটি ডাটা-নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুকরণ;
- সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের সরাসরি অন-লাইন ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপনের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস (সিবিএমআইএস) ব্যবস্থা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং
- সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল ও সমবায়ীদেরকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণ।

১১। **প্রকল্পের পটভূমি:**

সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত বিপুল জনগোষ্ঠিকে সেবা প্রদান কওে থাকে। সমবায়ের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৮৭ লক্ষ সমবায়ী সদস্য সমন্বয়ে গঠিত প্রায় ১ লক্ষ ৬৮ হাজার সমবায় প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখছে। প্রতি বছর প্রায় ৮,৫০০ নতুন সমবায় সমিতি সংগঠিত হয়। সমবায় অধিদপ্তর এ বিপুল সংখ্যক সুবিধাভোগীকে বিধিবদ্ধ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং উন্নয়নধর্মী সেবা দিয়ে থাকে। এই সেবা প্রদানের জন্য সমবায় অধিদপ্তরে প্রায় ৫ হাজার জনের দক্ষ জনবল রয়েছে। এই সেবা সহজে ও কার্যকরীভাবে গ্রহীতার কাছে পৌঁছানোর জন্য একটি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতি প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরে কার্যক্রমের সাফল্য নিশ্চিত করার জন্য বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতির কার্যক্রম মনিটরিং করাও প্রয়োজন। এ সকল প্রয়োজনীয়তার নিরিখে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১২। প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন :

সমবায় সমিতির পরিচিতি সংক্রা ন্ত ও বৎসর ভিত্তিক কার্যক্রম সংশিস্নষ্ট প্রায় ৫৬ ধরনের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরী করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কি ন্তু বিপুল সংখ্যক সমবায় সমিতি দীর্ঘদিন যাবৎ নিষ্ক্রীয় থাকায় মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ করতে বিলম্ব হয়েছে। ফলে মূল ডিপিপির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ সমবায় সমিতির যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ ও ডাটা এন্ট্রি পূর্বক ডাটাবেজ তৈরী করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব ছিলনা বিধায় বাসত্মবায়নকাল এক বছর বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। সে প্রেক্ষিতে প্রকল্প বাসত্মবায়নের মেয়াদ বৃদ্ধি র জন্য আবেদন করা হলে পল্ল উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্মারক নং ৪৭.০০.০০০০.০৩৮.০১৪.০০১.১৪.৭৭ তারিখ: ২৫.০৫.২০১৪ খ্রি: মুলে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত করে। একই সাথে প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১২২.০৮ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করে ১৮১৩.২৫ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করে।

১৩। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

অখনৈতিক রেঞ্জ ও বিবরণ		পরিমাণ/সংখ্যা	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি	মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব						
৪৬০১	কর্মচারিগণের বেতন (৭৩জন)	জন	১৩৯.৪৫	৭৩ জন	১২৯.৫২	৭৩ জন
৪৭০০	ভাতাদি (৭৩জন)	জন	১৮৭.০০	৭৩ জন	১৬৭.৮	৭৩ জন
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা (থোক)					
৪৮০১	ভ্রমন ভাতা		৭.০০		৭	
৪৮০৫	অতিরিক্ত কাজের ভাতা		৪.০০		৩.৮১	
৪৮১৫	ডাক		০.৩০		০.৩	
৪৮১৭	ফ্যাক্স/ইন্টারনেট/টেলেক্স		৬০.০০		৫৩.৫৭	
৪৮২২	গ্যাস ও জ্বালানী		৮.০০		৬.৫	
৪৮২৩	পেট্রল ও লুব্রিকেন্ট		৭.৫০		৭.৪৯	
৪৮২৭	মুদ্রন ও প্রকাশনা		২০.০০		১৯.৯২	
৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প		৭.০০		৭	
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন		২.০০		১.৬১	
৪৮৪০	প্রশিক্ষন	জন	১৬১.৭৫	১১৯০ জন	১৬১.৬৮	১১৯০ জন
৪৮৪২	সেমিনার (৫টি)	টি	১০.০০	৫ টি	১০	৫ টি
৪৮৪৫	আপ্যায়ন		৩.০০		৩	
৪৮৪৬	পরিবহন		৭.০০		৬.৫	
৪৮৭৪	পরামর্শক		৪৫৭.০০		৪০৮.১৮	
৪৮৮৩	সম্মানী/ফী		৬.০০		৫.৪৫	
৪৮৮৮	কম্পিউটার সামগ্রী		১৫.০০		১৪.৯৯	
৪৯০১	মটরগাড়ী মেরামত		১০.০০		১০	
৪৯১১	কম্পিউটার ও অফিস সামগ্রী মেরামত		২০.০০		১৯.৯৭	
	উপ-মোট (ক)		**১১৩২.০০**		১০৪৪.২৯	
(খ) মূলধন						
৬৮১২	ক্যামেরা (১টি)	টি	০.২৫	১ টি	০.২৫	১ টি
৬৮১৫	কম্পিউটার এন্ড ইকুইপমেন্ট (থোক)		৬০৯.০০		৬০৫.৭৬	
৬৮১৭	সফটওয়্যার		২০.৭৫		২০.৭৩	
৬৮১৯	অফিস সরঞ্জাম (থোক)		১১.২৫		১১.২৪	
৬৮২১	আসবাবপত্র (থোক)		১৫.০০		১১.০৯	
৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (থোক)		২৫.০০		২৫	
	উপ-মোট (খ)		**৬৮১.২৫**		৬৭৪.০৭	
	সর্বমোট (ক+খ)		**১৮১৩.২৫**		১৭১৮.৩৬ (৯৪.৭৭%)	

b১৪। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

ক্রমিক	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
১।	জনাব ড.মুহম্মদ মেহেদী হাসান	যুগ্ম-নিবন্ধক	খন্ডকালীন (নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব)	০১/০৬/২০১১-০৬/০৪/২০১৫
২।	জনাব মোহাম্মদ হাফিজুল হায়দার চৌধুরী	উপ-নিবন্ধক	খন্ডকালীন (নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব)	৩০/০৪/২০১৫-৩০/০৬/২০১৫

১৫। প্রকল্প পরিদর্শন :

গত ২৭/১১/২০১৬ তারিখে আইএমইডির পরিচালক মোঃ আলমগীর হোসাইন কর্তৃক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন ও পর্যালোচনা করা হয়; যেমন: ১ । সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয় ২ । বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, ঢাকা ৩। জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা এবং ৪ । উপজেলা সমবায় কার্যালয়, মিরপুর, ঢাকা। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন এবং প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

পরিদর্শন ও বর্ণনা	স্থিরচিত্র
১৫.১ সমবায় অধিদপ্তরির সদর কার্যালয় এর কার্যক্রম পরিদর্শনঃ **পরিদর্শনের তারিখ: ২৭ নভেম্বর,২০১৬** **অবকাঠামোসমূহঃ** ক)কেন্দ্রিয় ডাটা সেন্টার; ৪ (চার) টি সার্ভার, অনলাইন ও অফলাইন ইউপিএস; খ) সিবিএমআইএস সফটওয়্যার; গ) পিএমআইএস সফটওয়্যার; ঘ) ওয়ারলেস নেটওয়ার্কসহ নেটওয়ার্ক সুইচ ও অন্যান্য ইন্টারনেট সুবিধা; ঙ) কিয়স্ক; চ) কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত কম্পিউটার। **লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক:** সমবায় ভবনে অবস্থিত সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা জেলা ও মেট্রো থানা সমবায় কার্যালয়ে প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো ব্যবহার করে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক গঠন করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্কটি চালু রাখার জন্য সুইচ, মিডিয়া কনভার্টার, প্যাচকর্ড, পাওয়ার কনসোল, ইন্টারনেট ব্যান্ড উইডথ সহ আনুষাংগিক সরঞ্জামাদি প্রকল্পের অধীনে সংগ্রহ ও ইনস্টল করা হয়েছে। সকল কর্মকর্তা নেটওয়ার্কের আওতায় এবং ইন্টারনেট সুবিধা ভোগ করে থাকে। প্রকল্পের আওতায় বর্ণিত কার্যালয়সমূহে কম্পিউটার, প্রিন্টার, পেনড্রাইভ ও ডাটা মডেম সরবরাহ করা হয়েছে।	 চিত্র-১ : সমবায় অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার 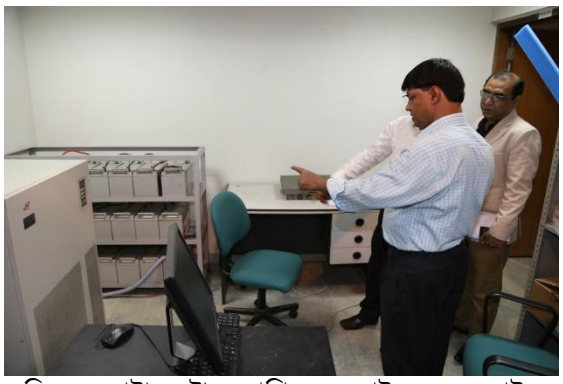 চিত্র-২ : ডাটা সেন্টারে স্থাপিত অন লাইন ও অফ লাইন ইউপিএস

ডাটা সেন্টার:

সারা দেশে নিবন্ধিত সমবায় সমিতির ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে একটি আধুনিক ডাটা সেন্টার। এ ডাটা সেন্টারে ৪টি উচ্চ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। সমগ্র ডাটা সেন্টারের বৈদ্যুতিক সরবরাহ অবিচ্ছিন্ন রাখার জন্য স্থাপন করা হয়েছে ৩০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন অন লাইন ইউপিএস। এ ডাটা সেন্টারের একটি সার্ভারে ইন্সটল করা হয়েছে সিবিএমআইএস সফটওয়্যার এর এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও অপর একটিতে ইনস্টল করা হয়েছে ওরাকল বেজড ডাটাবেজ সফটওয়্যার। অপর সার্ভারগওলো ব্যাক আপ সার্ভার হিসেবে স্থাপিত।

সিবিএমআইএস সফটওয়্যার:

সারা দেশে নিবন্ধিত প্রায় ১,৬৮,০০০ সমবায় সমিতির ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। এ ডাটাবেজ তৈরীর জন্য জেলা পর্যায়ে নিয়োজিত প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ৭৩ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সিবিএমআইএস সফটওয়্যার এর সাহায্যে ডাটা মডেম এর মাধ্যমে সরাসরি ডাটা এন্ট্রি সম্পাদন করেছে। প্রাথমিক ও বাৎসরিক-এ দুই ধরনের ডাটা ফরম ব্যবহার করে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরগণ এ ডাটা এন্ট্রি করেছেন। সিবিএমআইএস সফটওয়্যার থেকে মন্ত্রনালয়, সদর কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয় থেকে কর্মকর্তাগণ সরাসরি সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শন করার সুবিধাযুক্ত অবকাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেশের সমবায় সমিতি সংক্রান্ত যে প্রতিবেদনগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায় তা হলো:

- স্বনির্ধারিত প্রতিবেদন,
- বার্ষিক প্রতিবেদন,
- সমিতির সংখ্যা,
- আসন্ন নির্বাচন,
- লভ্যাংশ বিতরন,
- পুরস্কার প্রাপ্তি,
- প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন,
- সমিতির অবস্থা,
- সমিতির বিস্তারিত অবস্থা,
- উদ্যোগী সংস্থা প্রতিবেদন ও
- শ্রেণী ভিত্তিক প্রতিবেদন।

চিত্র-৩ : সমবায় অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক সিস্টেম

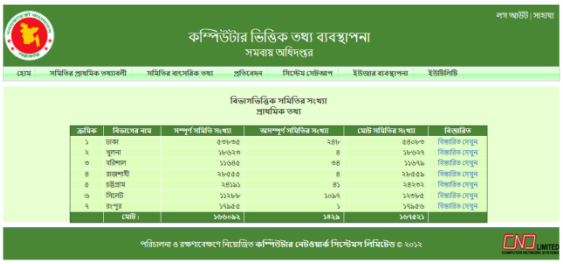

চিত্র-৪ : সমবায় অধিদপ্তরের সিবিএমআইএস সফটওয়্যার

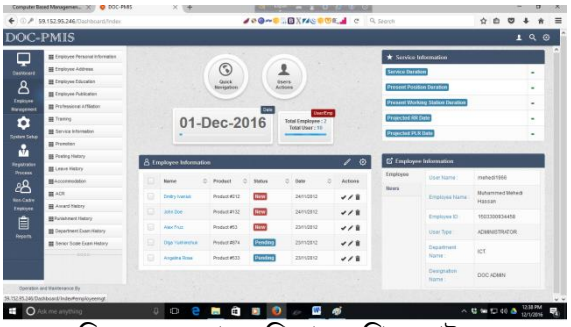

চিত্র-৫ : সমবায় অধিদপ্তরের পিএমআইএস

চিত্র-৬ : সমবায় অধিদপ্তরে স্থাপিত কিয়স্ক

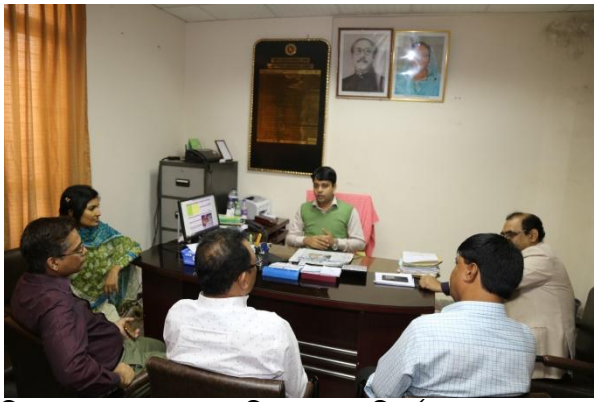

চিত্র-৭ : জেলা সমবায় অফিস, ঢাকা পরিদর্শন ও জেলা সমবায় কর্মকর্তার সাথে মতবিনিময়

সমবায় অধিদপ্তরের প্রায় ৫,০০০ কর্মকর্তা কর্মচারীর সকল তথ্য ভান্ডার তৈরীর জন্য প্রকল্পের অধীতে প্রস্তুত করা হয়েছে পিএমআইএস।

এছাড়া সমবায় অধিদপ্তরে আগত সেবা গ্রহিতাদের সুবিধার্থে স্থাপন করা হয়েছে একটি ইন্টারএক্টিভ কিয়স্ক। এ থেকে সেবা গ্রহিতাগণ নিজ থেকেই জেনে নিতে পারেন সমবায় অধিদপ্তর কি কি সেবা দিয়ে থাকে বা তাদের সেবা কোন কর্মকর্তার কাছ থেকে কোন কক্ষ থেকে পাবেন।

জেলা সমবায় কার্যালয়, ঢাকা:

প্রকল্পের আওতায় সকল জেলায় কম্পিউটার, প্রিন্টার, পেনড্রাইভ ও ডাটা মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। জেলায় স্থাপিত এ কম্পিউটারটি ওয়ার্কস্টেশন হিসেবে কাজ করে থাকে। এ সকল সরঞ্জাম ব্যবহার করে সিবিএমআইএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে সমবায় সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় ডাটা এন্ট্রি দেয়া হয়ে থাকে। জেলা সমবায় কার্যালয় কর্মকর্তা তার জন্য প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

মেট্রো থানা সমবায় কার্যালয় মিরপুর, ঢাকা:

প্রকল্পের আওতায় সকল উপজেলা ও মেট্রো থানা সমবায় কার্যালয়ে কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে এ সকল কার্যালয়ে কম্পিউটারে চিঠিপত্র টাইপিং এবং ইন্টারনেট ও ই-মেইল ব্যবহারের সুবিধা দেয়ায় দাপ্তরিক কার্যক্রম আরো গতিশীল ও সহজ হয়েছে এবং সেবা গ্রহীতাগণ আগের তুলনা সহজে ও কম সময়ে তার সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

চিত্র-৮ : মেট্রো থানা সমবায় অফিস, মিরপুর, ঢাকায় প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত কম্পিউটার পরিদর্শন

চিত্র-৯ : সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক মহোদয়ের সাথে মতবিনিময়।

১৬। সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ

পরিদর্শনকালে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, সুফলভোগী ও কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা এবং অন্যান্য তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে,

১৬.১ সকল পর্যায়ের সমবায় কার্যালয়সমূহ কম্পিউটারাইজড হয়েছে;

৬৫.২ ডিজিটাল অফিস গড়ে তোলার লক্ষ্য পূরণ হয়েছে;

১৬.৩ দাপ্তরিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে;

১৬.৪ সাধারণ সেবা গ্রহিতার জন্য সেবা প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে;

১৬.৫ সমবায় সমিতির ডাটাবেজ তৈরী হয়েছে;

১৬.৬ সমবায় সমিতির মনিটরিং সহজ হয়েছে;

১৬.৭ সমবায় উন্নয়নে সমবায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবদান বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তবে স্থাপিত অবকাঠামো ও সফটওয়্যার রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে দক্ষ জনবল অথবা অভিজ্ঞ আইটি ফার্ম নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬.৮ সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরসমূহকে কম্পিউটারায়ন ও সমবায় সমিতির অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করার ফলে দেশব্যাপী সমবায় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত প্রশিক্ষণে সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইন্টারনেট ও অনলাইন ডাটা কানেকটিভিটি ব্যাবহারের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান ও সংরক্ষণে পারদর্শীতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম অর্থাৎ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। কাজেই প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো মেরামত, পরিচর্যা, হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৯ প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ অতিক্রম করেছে। এ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে সমবায় সেক্টরের উন্নয়ন তথা সমবায় অধিদপ্তর ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য এবং স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোর উত্তরোত্তর ব্যবহারের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তরে একটি আইসিটি সেল গঠনসহ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডাটাএন্ট্রির জন্য সর্বদা পৃথক জনবল নিয়োজিত রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি সমবায় সমিতির ডাটাসংরক্ষণ কাজটি আরো সহজ ও কার্যকর করার জন্য এবং সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ী সদস্যদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

১৬.১০ বাংলাদেশে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনকারী হিসেবে সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ প্রকল্প কার্যকরী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সমবায় সমিতির ডাটাবেজ তৈরীর উদ্যোগ নি:সন্দেহে সময়োপযোগী। তথ্য প্রযুক্তি একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং চলমান ব্যবস্থা। তাই সেবা প্রদান সহজ ও সাশ্রয়ী করার জন্য স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ডাটা কানেকটিভিটি চালু রাখাসহ অন্যান্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরা আবশ্যক।

১৬.১১ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রাজস্ব বাজেটে চালু রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

১৭। সমস্যা:

সিবিএমআইএস সফটওয়্যার ব্যবহার করে জেলা সমবায় কার্যালয় হতে মুলত: ডাটা এন্ট্রি দেয়ার জন্য সিস্টেমটি তৈরী করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে কানেকটিভিটির জন্য ব্যবহৃত হয়েছে ডাটা মডেম যার ব্যায় নির্বাহ করা হয়েছে প্রকল্প হতে। কিন্তু প্রকল্প সমাপ্তির পর ডাটা মডেম ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে কানেকটিভিটির অভাবে ডাটা এন্ট্রির কাজ আপাতত: বন্ধ রয়েছে। যেহেতু প্রকল্পের আওতায় সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কার্যালয়ে কম্পিউটারাইজড করে একটি বড় ধরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে সেহেতু ডাটা কানেকটিভিটির জন্য সিবিএমআইএস ডাটাবেইজ সিস্টেমটির ব্যবহার বন্ধ থাকা কোনভাবেই সংগত নয়।

১৮। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি জুন, ২০১৫ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১৮১৩.২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৭১৮.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৪.৭৭% ।

১৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
১) সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের দপ্তর এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য প্রযুক্তি সিস্টেম প্রবর্তণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার ইন্সটলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণ;	১) ডিপিপি এর সংস্থান অনুযায়ী সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের দপ্তরে ৬২৫ টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ-২টি, মল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর-১০টি, সার্ভার-৪টি, ওয়ারলেস নেটওয়ার্ক রাউটার-৮টি, অনলাইন ইউপিএস-৩০ কেভিএ, অফলাইন ইউপিএস-৬২৫টি, প্রিন্টার-১৫টি, নরমাল প্রিন্টার ৫৮০টি, ইন্টারনেটমডেম-১২৩টি, পেনড্রাইভ-৬৭৪টি, এলইডিটিভি-০৫টি, মিডিয়া কর্নভার্টার-৩০টি, প্যাচকর্ড-২০০টি, মিডিয়া কনভাটার

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
	পাওয়ার কনসোল-০৬টি ও পোর্টেবল স্টোরেজএইচ ডিডি-১০টি সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়াও সিবিএমআইএস সফটওয়্যার, ওরাকল ১১জি, পিডিএফ ইঞ্জিন, লিনাক্স এন্টারপ্রাইজ, এফটিপি সফটওয়্যার, এন্টিভাইরাস ইন্সটল করা হয়েছে।
২) একটি ডায়নামিক ওয়েবপোর্টাল চালুর মাধ্যমে সমবায় সমিতি নিবন্ধন ও সমবায় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অনলাইনে ডাউনলোড করার সুবিধা সম্বলিত ই-সিটিজেন সার্ভিস চালুকরণ;	২) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সমবায় অধিদপ্তরের ডায়নামিক ওয়েবপোর্টাল উন্নয়ন করা হয়েছে এবং এটি চালু আছে।
৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর ও অধীনস্থ সংস্থাসমুহের মধ্যে একটি ডাটা-নেটওয়ার্ক স্থাপনের মাধ্যমে অনলাইন তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা চালুকরণ;	৩) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি, বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ এর মাধ্যমে ডাটা কানেকটিভিটি চালু করা হয় এবং অনলাইন তথ্য আদান প্রদান করা হয়।
৪) সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সাথে সকল জেলা ও বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের সরাসরি অন-লাইন ডাটা কানেকটিভিটি স্থাপনের মাধ্যমে সমবায় সমিতির কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস (সিবিএমআইএস) ব্যবস্থা উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪) সকল জেলা ও বিভাগের সমবায় কার্যালয়ের সাথে সমবায় অধিদপ্তরের সদও কার্যালয়ে স্থাপিত ডাটা সেন্টারের ভিপিএন ভিত্তিক অনলাইন কানেকটিভিটি স্থাপন করা হয়েছে। এই কানেকটিভিটি ব্যবহার করে সমবায় সমিতির কম্পিউটার ভিত্তিক এমআইএস (সিবিএমআইএস) ব্যবস্থার মাধ্যমে সমবায় সমিতির ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে।
৫) সমবায় অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল ও সমবায়ীদেরকে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানে সমৃদ্ধকরণ।	৫) সমবায় অধিদপ্তরের ১০ জন কর্মকর্তাকে ওরাকল ডাটাবেজ ও ওয়েব ডিজাইন বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ডাটা এন্ট্রি দায়িত্বে নিয়োজিত মোট ১৮০ জন অপারেটরকে ডাটা এন্ট্রি ও সিবিএমআই অপারেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৫০০ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ৩০০ জন সমবায়ী সদস্যকে বেসিক কম্পিউটার অপারেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

২০। আইএমইডি'র পর্যালোচনাঃ

২০.১ সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরসমূহকে কম্পিউটারায়ন ও সমবায় সমিতির অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করার ফলে দেশব্যাপী সমবায় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। প্রকল্পের অধীনে প্রদত্ত প্রশিক্ষণে সমবায় অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মচারীদের তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইন্টারনেট ও অনলাইন ডাটা কানেকটিভিটি ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান ও সংরক্ষণে পারদর্শীতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম অর্থাৎ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। কাজেই প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো মেরামত, পরিচর্যা, হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থাপিত অবকাঠামো ও সফটওয়্যার রক্ষনাবেক্ষণ ও পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে দক্ষ জনবল অথবা অভিজ্ঞ আইটি ফার্ম নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২০.২ প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ অতিক্রম করেছে। এ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে সমবায় সেক্টরের উন্নয়ন তথা সমবায় অধিদপ্তর ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য এবং স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোর উত্তরোত্তর ব্যবহারের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তরে একটি আইসিটি সেল গঠনসহ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডাটাএন্ট্রির জন্য সর্বদা পৃথক জনবল নিয়োজিত রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি সমবায় সমিতির ডাটাসংরক্ষণ কাজটি আরো সহজ ও কার্যকর করার জন্য এবং সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ী সদস্যদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২০.৩ বাংলাদেশে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনকারী হিসেবে সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এ প্রকল্প কার্যকরী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সমবায় সমিতির ডাটাবেজ তৈরীর উদ্যোগ নি:সন্দেহে সময়োপযোগী। তথ্য প্রযুক্তি একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং চলমান ব্যবস্থা। তাই সেবা প্রদান সহজ ও সাশ্রয়ী করার জন্য স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ডাটা কানেকটিভিটি চালু রাখাসহ অন্যান্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরা আবশ্যক।

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রাজস্ব বাজেটে চালু রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

২১। সুপারিশ:

২১.১ তথ্য প্রযুক্তি সরঞ্জাম অর্থাৎ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার নিয়মিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। কাজেই প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানোর ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামো মেরামত, পরিচর্যা, হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থাপিত অবকাঠামো ও সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সার্বক্ষণিক ভিত্তিতে দক্ষ জনবল অথবা অভিজ্ঞ আইটি ফার্ম নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২১.২ এ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিঃসন্দেহে সমবায় সেক্টরের উন্নয়ন তথা সমবায় অধিদপ্তর ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। প্রকল্পের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার জন্য এবং স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠামোর উত্তরোত্তর ব্যবহারের নিমিত্ত সমবায় অধিদপ্তরে একটি আইসিটি সেল গঠনসহ সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডাটাএন্ট্রির জন্য সর্বদা পৃথক জনবল নিয়োজিত রাখা প্রয়োজন।

২১.৩ সমবায় সমিতির ডাটাসংরক্ষণ কাজটি আরো সহজ ও কার্যকর করার জন্য এবং সেবা গ্রহণের সুবিধার্থে সমবায় কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সমবায়ী সদস্যদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

২১.৪ বাংলাদেশে সমবায়ের সাথে সম্পৃক্ত বিপুল জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে সমবায় সমিতির ডাটাবেজ তৈরীর উদ্যোগ নি:সন্দেহে সময়োপযোগী। তাই সেবা প্রদান সহজ ও সাশ্রয়ী করার জন্য স্থাপিত তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখার জন্য ডাটা কানেকটিভিটি চালু রাখাসহ অন্যান্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরা আবশ্যক।

২১.৫ কাজেই প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত যাবতীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রাজস্ব বাজেটে চালু রাখার উদ্যোগ নিতে হবে।

সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্ত: জুন, ২০১৫

১.০ **প্রকল্পের নাম** : সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

২.০ **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়** : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

৩.০ **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** : সমবায় অধিদপ্তর

৪.০ **প্রকল্পের অবস্থান** : নিম্নোক্ত ৪টি জেলার ৫টি উপজেলায়

জেলা	**উপজেলা**
টাংগাইল	মধুপুর, ধনবাড়ী
জামালপুর	সরিষাবাড়ী
গাজীপুর	শ্রীপুর
ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা	অনুমোদিত বাস্তবায়ন কাল		প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মুল ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মুল বাস্তবায়ন কালের %)
মোট টাকা	২য় সংশোধিত মোট টাকা		মুল	২য় সংশোধিত			
২৩০১.৯৩	২৪৯৬.২৭	২৪৯২.১৮	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত	১৯০.২৫ (৮.২৬%)	১ বছর (৩৩.৩৩%)

৬.০ **প্রকল্পের অর্থায়ন** : প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৭.০ **প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন** : সংযুক্তি "ক"

৮.০ **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ:** প্রকল্পের আওতায় কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৯.০ **পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম:**

৯.১ **পটভূমি:**

গাভীপালন ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশের গ্রামীণ মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য পেশা। দুগ্ধ একটি আদর্শ খাদ্য। প্রচুর সম্ভানা থাকা সত্তেও আমাদের দেশে গাভী পালন ও দুগ্ধ উৎপাদন আশানুরূপ উন্নতি লাভ করেনি। দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি না পাওয়ার বহুবিধ কারণ রয়েছে যেমনঃ চাষাবাদে গরুর পরিবর্তে কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি, দেশী গাভীর কম উৎপাদন ক্ষমতা, উন্নত প্রজাতি ও আধুনিক পরিচর্যা জ্ঞানের অভাব, মানসম্পন্ন গো-খাদ্যের অভাব, বাজারজাতকরণ সমস্যা ও মূলধনের অভাব ইত্যাদি। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় কম সরবরাহ জনিত ঘাটতি পূরনকল্পে দেশ দুগ্ধ আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়।

৯.২ **প্রকল্পের উদ্দেশ্য:**

ক) উন্নত শংকর জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;
খ) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি;
গ) উৎপাদিত দুগ্ধের বাজার সুবিধা সৃষ্টি;
ঘ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন;
ঙ) জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;
চ) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

৯.৩ **প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:**

ক্র.নং	কার্যক্রমসমূহের নাম	টাকা (লক্ষ টাকা)
ক)	সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	২০১.০০
খ)	সুবিধাভোগীদের সম্পদ সহায়তা প্রদান	২০১০.০০
গ)	সমিতি পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন	২৪.০০
	সর্বমোট=	২২৩৫.০০ (৯০%)

৯.৪ প্রকল্পটির অনুমোদন ও সংশোধন:

প্রকল্পটি ২৩০১.৯৩ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জুলাই,২০১১ হতে জুন, ২০১৪ খ্রি: মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। মূল প্রকল্প হতে কতিপয় যন্ত্রপাতি ক্রয় বাদ দিয়ে এবং গাভী ক্রয়ের জন্য ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২৪৯৬.২৭ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে জুলাই , ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পটির প্রথম সংশোধন করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় সংশোধন করা হয় এবং সংশোধনী সংক্রান্ত প্রশাসনিক আদেশ বিগত ৩১/০৫/২০১৫ খ্রি: তারিখে জারি করা হয়।

প্রকল্পটির অনুমোদন, সংশোধন ও অর্থায়ন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য নিম্নের সারণীতে দেখানো হ'ল:

অর্থায়নের ধরণ	প্রশাসনিক অনুমোদন ০৮/০৮/২০১১ খ্রি:	২য় সংশোধনী আদেশ ৩১/০৫/২০১৫ খ্রি:	প্রকৃত ব্যয়
	মূল অনুমোদিত ব্যয়	২য় সংশোধিত ব্যয়	
মোট	২৩০১.৯৩ লক্ষ	২৪৯৬.২৭ লক্ষ	২৪৯২.১৮ লক্ষ
জিওবি	২৩০১.৯৩ লক্ষ	২৪৯৬.২৭ লক্ষ	২৪৯২.১৮ লক্ষ

৯.৫ সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	ডিপিপি'র সংস্থান	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	টাকা অবমুক্তি	ব্যয়
		মোট টাকা		মোট টাকা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২০১১-২০১২	৪৬৭.৬১	৪৭৯.০০	৪৭৯.০০	৪৬৭.৬১
২০১২-২০১৩	৯৯৪.৪৯	১০০১.০০	১০০১.০০	৯৯৪.৪৯
২০১৩-২০১৪	৬৬০.৫০	৬৭৭.০০	৬৭৭.০০	৬৬০.৪৮
২০১৪-২০১৫	৩৭৩.৬৭	৩৭৪.০০	৩৭৩.৪৩	৩৬৯.৬০
মোট	২৪৯৬.২৭	২৫৩১.০০	২৫৩০.৪৩	২৪৯২.১৮

৯.৬ প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র. নং	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবী	পূর্ণ/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১.	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান অতিরিক্ত নিবন্ধক (ইপিপি)	খন্ডকালীন	২১/০৯/২০১১ হতে ৩০/০৬/২০১৫ পর্যন্ত

১০.০ প্রকল্প পরিদর্শন:

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ থেকে প্রকল্পের পিসিআর প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত প্রকল্পটি ০৩/০৬/২০১৬ এবং ০৪/০৬/২০১৬ তারিখে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মহাপরিচালক জনাব সিদ্দিকুর রহমান এর নেতৃত্বে দু 'জন পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ

পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের নিমিত্ত প্রথমত: প্রকল্পের ডিপিপি, পিসিআর, ক্রয় সংক্রান্ত নথি-পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পরবর্তীতে, টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ী ও মধুপুর উপজেলা এবং ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নরুপ:

প্রকল্পের সম্পদ সহায়তা প্রাপ্ত হয়ে গড়ে উঠা একটি খামার

১০.১ উন্নত জাতের গাভী পালনে উদ্বুদ্ধকরণ ও গাভী লালন পালনে দক্ষতা সৃষ্টি :

ইতিপূর্বে আলোচ্য প্রকল্প এলাকায় গাভী পালন বিশেষ করে উন্নত জাতের অধিক দুগ্ধবর্তী গাভী পালনের অনুশীলন ছিল না বললেই চলে। এক দুই জন কৃষক বিছিন্নভাবে এধরনের গাভী লালন পালন করত এবং তাদের এ বিষয়ে তেমন কোন দক্ষতা ছিল না। এ পেশার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা ও লালন পালন বিষয়ে অজ্ঞতা, পুঁজি ও আস্থার অভাব ইত্যাদির কারণে এ এলাকায় উন্নতজাতের গাভী লালন-পালন ও দুগ্ধ উৎপাদনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এ সকল এলাকার মানুষ উন্নত জাতের গাভী পালনে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং লাভজনক পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রকল্পের একজন সদস্যের খামার পরিদর্শন

১০.২ গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি:

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অধিকাংশই বেকার যুবক এবং মহিলা। এমনকি পুরুষ সদস্যদের ক্ষেত্রেও গাভী লালন পালন কাজে মহিলারাই মূল দায়িত্ব পালন করছে। এতে করে পরিবারে মহিলাদের কার্যকর ও উৎপাদনশীল অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অবস্থান উন্নততর হয়েছে।

প্রকল্পের একজন মহিলা সদস্যের সাথে মতবিনিময়

১০.৩ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি:

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সদস্যদের গাভীগুলো দৈনিক গড়ে ৮-১০ লিটার দুধ দিচ্ছে। অথচ অতীতে দেশী জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে গাভী প্রতি দৈনিক গড় দুগ্ধ উৎপাদন ছিল ১-২ লিটার। অধিক দুগ্ধবতী গাভী পালনের অনুশীলন প্রকল্প বহির্ভুত জনগনকেও উদ্বুদ্ধ করছে ফলে এলাকায় দুধের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০.৪ জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ:

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের ফলে এলাকায় জৈব সার ও বায়োগ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত বায়োগ্যাস উৎপাদন অবকাঠামো সুবিধার পাশাপাশি সদস্যগণ নিজ উদ্যোগে অধিক হারে পারিবারিকভাবে ব্যবহার উপযোগী বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরী করছেন এবং গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকহারে জৈব সার ভূমিতে ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছেন।

১০.৫ উৎপাদিত দুগ্ধের বাজার সুবিধা সৃষ্টি:

উৎপাদিত দুগ্ধের বাজার সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রচেষ্টায় টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে মিল্ক ভিটা কর্তৃক একটি দুগ্ধ শীতলীকরণ ও ক্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়া উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ক্রেতা এলাকা থেকে দুগ্ধ সংগ্রহ করছে।

প্রকল্পের একজন সদস্যের সাথে দুধের বাজারজাতকরণ বিষয়ে আলোচনা

১০.৬ উন্নত জাতের ঘাস ও সুষম খাদ্যের ব্যবহার:

প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ এবং বিনামূল্যে উন্নতজাতের ঘাসের কাটিং ও বীজ সরবরাহ করে বিগত কয়েক বছরে কৃষকদেরকে উন্নত জাতের ঘাস চাষ ও সুষম খাদ্য খাওয়ানোর গুরুত্ব ও যথার্থতা কৃষকদের মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমানে মিল্ক ভিটাসহ অন্যান্য বড় বড় গো-খাদ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত খাদ্য এলাকায় বহুলাংশে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নতজাতের ঘাস চাষ	উন্নতজাতের বাছুর যার বয়স মাত্র ২ মাস

১০.৭ গাভীর জাত উন্নয়ন:

প্রকল্পের মাধ্যমে মিল্ক ভিটার সহযোগিতায় বিনামূল্যে কৃত্রিম প্রজনন সুবিধা সহজলভ্য করা হয়েছে। এছাড়া প্রাণী সম্পদ বিভাগ এবং ব্র্যাক এর কৃত্রিম প্রজনন সুবিধাও নেয়া হচ্ছে। কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা অনুশীলনের ফলে প্রাপ্ত বাছুরের জাত উন্নত হচ্ছে। এ সকল বাছুরই প্রকৃত পক্ষে খামারীদের জন্য মূল্যবান সম্পদ।

১০.৮ প্রকল্প পরবর্তী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা:

প্রকল্প শেষেও সকল কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রয়েছে এবং গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবর্তক তহবিল ব্যবহার করে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত ফ্যাসিলিটেটরগণ যথারীতি চাকুরীতে বহাল রয়েছেন এবং সার্ভিস চার্জ তহবিল হতে তাদের বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে। আবর্তক তহবিল পরিচালনাসহ সার্বিক কার্যক্রম মনিটর করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের নিয়মিত ও উপযুক্ত জনবলকে সম্পৃক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরী করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর তা অনুসরণ করা হচ্ছে।

১০.৯ মত বিনিময়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি:

সমিতির সদস্য/সুবিধাভোগীর সাথে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের অভিজ্ঞতার তথ্যদি নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল:

ক) মুশুদ্দি দক্ষিন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর ৭৪ নং সদস্য জানাব আনোয়ার হোসেন এবং তার স্ত্রী উভয়ই মাস্টার্স পাশ বেকার দম্পতি। আবাদী জমির পরিমান মাত্র ২ বিঘা। কোন কাজ না পেয়ে স্থানীয় একটি বেসরকারী মাদ্রাসায় (এমপিওভুক্ত নয়) বিনা বেতনে খন্ডকালীন শিক্ষতা করছিলেন। বিগত ১২/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তিনি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সমিতির সদস্য পদ গ্রহণ করে ১,২২,০০০ টাকার ঋণ গ্রহণ করেণ । ঋণের টাকা দিয়ে তিনি তুলনামুলকভাবে ছোট আকারের ৪টি শংকর জাতের বকনা ক্রয় করেন। তন্মধ্যে একটি বকনা গর্ভবতী অবস্থায় বাছুর প্রসবের আগে আগে তিনি সেটি ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি করেন। বাকী ৩টি থেকে তিনি গড়ে দৈনিক প্রায় ৫০ লিটার করে দুধ উৎপাদন করছেন। বিগত ৫ বৎসরে তিনি প্রায় ৮ লক্ষ টাকার গরু বিক্রি করেছেন। সুবিধাভোগীর বর্তমানে শংকর জাতের ৪টি গাভী এবং ১টি বকনা ও ১টি ষাড় বাছুর রয়েছে। শ্রমিক খরচ সাশ্রয়ের জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ই খামারে কাজ করেন। সময় সাশ্রয়ের জন্য এবং বর্জ্য দুষণ প্রতিরোধের জন্য বায়ো-গ্যাস প্লান্ট স্থাপন করেছেন। ভবিষ্যতে তিনি একটি বড় ও আধুনিক খামার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী।

খ) গারো সম্প্রদায়ভুক্ত জনাব লিটন সিমসাং ২৪/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের আওতায় মধুপুরের অরণখোলা প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর ২০ নং সদস্য হিসেবে ১,২২,০০০ টাকা সম্পদ সহায়তা ঋণ গ্রহণ করে ২টি উন্নত জাতের বকনা ক্রয় করেন। মধুপুর বনে বসবাসকারী লিটন পূর্বে কখনও এ ধরনের গরুর বিষয়ে পরিচিত ছিলেন না। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও অর্থায়নে তিনি এ ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উন্নত জাতের গরু লালন-পালন কার্যক্রম শুরু করেন। বর্তমানে তার ২টি গাভী ও ২টি বাছুর রয়েছে। ২টি গাভী হতে দৈনিক ২৬ লিটার দুধ উৎপাদন করে স্থানীয় বাজারে ৬০ টাকা লিটার দরে বিক্রি করছেন এবং পর্যায়ক্রমে ঋণের টাকা পরিশোধ করছেন। অতীতে এসব এলাকার লোকজন বনের কাঠ কেটে এবং ফল ফলাদি উৎপাদন করে জীবিকা নির্বাহ করত। সুদ বিহীন ঋণ এবং উন্নত জাতের গাভী পালন ধারণা প্রদান করে এ প্রকল্প স্থানীয় গারো সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবিকায়নের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

গাভীর দুগ্ধ দহনরত প্রকল্পের একজন গারো সম্প্রদায়ভুক্ত সুবিধাভোগী

গ) মুশুদ্দি দক্ষিন প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর ৭০ নং সদস্য মোছাঃ শেফালী খাতুন এক ছেলে এক মেয়ের জননী। তার স্বামী মানসিকভাবে কিছুটা ভারসাম্যহীন দিন মজুর। বাড়ী-ভিটা ছাড়া আবাদী জমির পরিমান ২৬ শতাংশ যা অভাবের কারণে বন্ধক দেয়া ছিল। গত ১২/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখে তিনি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সদস্য হয়ে ১,২২,০০০ টাকা সম্পদ সহায়তা ঋণ গ্রহণ করে ৮৯,০০০ টাকা দিয়ে ২টি বকনা ক্রয় করেন। ১ বৎসর পর তার দুটি বকনাই বাছুর প্রসব করে এবং দৈনিক গড়ে ২৬ লিটার দুধ উৎপাদন করে। ৬ মাস পর একটি গাভী ৯০ হাজার টাকায় বিক্রি করে তিনি বন্ধকী সম্পত্তি অবমুক্ত করেন এবং দুধ বিক্রির টাকা দিয়ে গাভী লালন পালন ও ছেলে মেয়ের লেখা পড়া ব্যয় নির্বাহ করেন। বর্তমানে তার দুটি গাভী ও দুটি বকনা বাছুর রয়েছে যার আনুমানিক মূল্য ৪ লক্ষ টাকা। ছেলে এসএসসি পাশ করে পুলিশ কনস্টেবল পদে সম্প্রতি যোগদান করেছে এবং মেয়েটি এ বৎসর এসএসসি পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। ঋণের টাকা ক্রমান্বয়ে পরিশোধ করা হচ্ছে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শেফালী বেগম তার সমস্ত দেনা ও বঞ্চনার অবসান ঘটিয়ে একজন স্বচ্ছল ও ক্ষমতাবান নারী হিসেবে আত্নপ্রকাশ করবে বলে আশা করা যায়।

গাভীর পরিচর্যারত প্রকল্পের একজন মহিলা সুবিধাভোগী

গাভীর পরিচর্যারত প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী, যিনি স্থানীয় মসজিদের ইমাম

ঘ) মুশুদ্দি উত্তর প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লিঃ এর ৩৬ নং সদস্য জনাব মোঃ মোঃ আঃ আজিজ একজন প্রান্তিক কৃষক এবং স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম। তিনি গত ১২/১২/২০১১ খ্রিঃ তিনি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় সদস্য হয়ে ১,২২,০০০ টাকা সম্পদ সহায়তা ঋণ গ্রহণ করে ১ লক্ষ টাকা টাকা দিয়ে ২টি বকনা ক্রয় করেন। গরু ও গাভী পালনে শ্রমিক খরচ কমিয়ে আনার তাগিদে প্রচলিত সংস্কারের উর্ধ্বে উঠে তার স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গরু লালন-পালন করছেন। বর্তমানে তিনি ৪টি গাভী ও ১টি বাছুরের মালিক যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। তিনি বিগত ৫ বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ টাকার দুধ বিক্রি করেছেন এবং ৪ লক্ষ টাকার বাছুর বিক্রি করেছেন। সফলভাবে অধিক দুগ্ধবতী গাভীর লালন-পালনে দক্ষতার কারণে এলাকায় তিনি সফল খামারী হিসেবে সর্বজন পরিচিত। তার সফলতার কাহিনী এটিএন বাংলাসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হয়।

প্রকল্পের আওতায় গঠিত একটি দুগ্ধ সমবায় সমিতির সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করছেন

১১.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন অবস্থা:

উদ্দেশ্য	অর্জন
ক) উন্নত শংকর জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে ১৬৮০ জন গ্রামীণ মহিলা, প্রান্তিক কৃষক ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি;	আবর্তক তহবিল নতুন সদস্যদের মাঝে পূর্ণ বিনিয়োগের কারণে প্রকৃত সুবিধাভোগীর সংখ্যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিকতর হয়েছে।
খ) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি;	প্রকল্পভুক্ত এলাকায় দুধের উৎপাদন প্রশংসনিয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতীতে দেশীয় জাতের গাভী পালন করা হত যার দৈনিক গড় দুগ্ধদান ক্ষমতা ছিল ১-২ লিটার। প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের উন্নত জাতের গাভীর গড় দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা ১০-১৫ লিটার। এরুপ উন্নত শংকর জাতের গাভী থেকে ২৫ লিটার পর্যন্ত দুগ্ধ উৎপাদনের রেকর্ড রয়েছে। তবে দেশের দুধের উৎপাদন কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তা জরিপের মাধ্যমে দেখা যেতে পারে।
গ) উৎপাদিত দুধের ন্যায্য মূল্য ও বাজার সুবিধা সৃষ্টি এবং এ ডিজিটাল মিল্ক এনালাইজার এর প্রবর্তন ;	প্রাথমিক দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্রে ডিজিটাল মিল্ক এনালাইজার এর প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তবে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে দুগ্ধ দোহন, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের অনুশীলন প্রকল্প এলাকায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে। দুধ পরিমাপে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত বিভিন্ন অনুশীলনের পরিবর্তে স্ট্যান্ডাড মেট্রিক সিস্টেম চালু করা হয়েছে। দুধের বাজার সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় মিল্কভিটার মাধ্যমে একটি দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। অধিদকন্তু দুগ্ধজাত পন্য (দই, মিষ্টি ইত্যাদি) উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপন করা হচ্ছে।
ঘ) কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গাভীর জাত উন্নয়ন ;	প্রকল্প এলাকায় কৃত্রিম প্রজনন সুবিধার সহজ লভ্য উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং মিল্কভিটা ও প্রাণীসম্পদ বিভাগ এর সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এ অনুশীলন নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থায় উন্নত জাতের ষাড়ের বীজ ব্যবহার করে পাওয়া যাচ্ছে উন্নত জাতের বাছুর যা কৃষক ও দেশের জন্য মূল্যবান সম্পদ।
ঙ) জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণ;	জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১২টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রভাবে অনেক সুবিধাভোগী স্ব উদ্যোগ্যে পরিবার ভিত্তিক ছোট ছোট বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করছেন এবং এ অনুশীলন ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে।

উদ্দেশ্য	অর্জন
চ) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন;	গাভী পালনে মহিলাদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্তকরণ এ প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রশংসনিয় অর্জন । গাভীর খাওয়া ,পরিচর্যা ,দুগ্ধ দোহন ইত্যাদি কাজে মহিলারাই অগ্রনী ভুমিকা পালন করছে । উৎপাদন এবং সম্পদ সৃষ্টিতে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অবদানের কারণে পরিবারে তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অধিক হারে অংশগ্রহণ করতে পারছে।

১২.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে তার কারণ : উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

১৩.০ সার্বিক পর্যবেক্ষণঃ

বিদ্যমান গ্রামীণ বেকারত্ব ও দেশের দুগ্ধ ঘাটতির প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্প একটি প্রশংসনিয় উদ্যোগ। গতানুগতিক ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার পরিবর্তে আলোচ্য প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ এর ব্যবহার ক্ষেত্র এবং আদায়ের পদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারন করা হয়েছে যা স্থায়ীভাবে একজন সুবিধাভোগীর দ্বারিদ্যতা নিরসন করতে পারে। সমবায় অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান জনবলের সক্ষমতা ব্যবহার করে আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ফলে প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের আবশ্যকতা ছিল খুবই কম এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ওভারহেড ব্যয় ছিল ন্যূনতম । এ প্রকল্পের বিশেষ লক্ষ ণীয় দিক হল প্রকল্প পরবর্তী স্থায়ীত্ব এবং কার্যক্রমের নিরবিচ্ছন্নতা। ডিপিপি এর বিধান অনুসরনে প্রকল্প সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে এর নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একটি সুনিদিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুমোদন নিয়ে উক্ত নীতিমালা অনুসরণ করে প্রকল্পের গৃহীত সকল কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। আবর্তক তহবিল ব্যবহার করে নতুন সদস্যদের মাঝে ঋণ দেয়া হচ্ছে। ফলে একই পরিমাণ সম্পদ ব্যবহার করে অধিক সংখ্যক সদস্যকে সুবিধা দেয়া যাচ্ছে। প্রকল্প প্রভাবে স্থানীয়ভাবে লাভজনক উপায়ে উন্নত জাতের গাভী পালন বিষয়ে দক্ষতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ঘটেছে। যা এ প্রকল্পের একটি বিশেষ অবদান হিসেবে উল্লেখ করা যায়। তবে ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিদকতর সফলতা অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া দরকার তার মধ্যে উন্নত জাতের বকনা প্রাপ্তি সহজলভ্য করা, ক্রয়কৃত বকনার সময়মত গর্ভধারণ, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও বাজার সুবিধা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্যতম। বকনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোন নতুন প্রকল্পের আওতায় বকনা লালন পালন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। কৃত্রিম প্রজননের পাশাপাশি এলাকা ভিত্তিক উন্নত জাতের ষাড় পালন উৎসাহিত করা যেতে পারে। এর ফলে যে সকল বকনা ও গাভী কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গর্ভবতী করা সম্ভব হয় না সেগুলোর সময়মত গর্ভধারণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। চিকিৎসা সুবিধা সহজলভ্য করার মাধ্যমে কৃষকদের আস্থা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্যারাভেট নিয়োগ করা প্রয়োজন। দুধের আনুষ্ঠানিক বাজার সুবিধা সৃষ্টি প্রকৃত অর্থে একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। বর্তমানে দুধের বাজার নেটওয়ার্কে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়েই অসততা, দায়িত্বহীনতা পরিলক্ষিত হয় এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অবকাঠামোর অভাব রয়েছে। সুতরাং এ সমস্যা নিরসনে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি এবং বিধি বিধান বলবৎকরণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১৪.০ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

১৪.১। প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন এবং উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে কিছু কিছু ক্ষেত্রে গাভী পালনের অনুকূল পরিবেশ এবং সুবিধাভোগীর উপযুক্ততা অনুসরণ করা সম্ভব হয়নি;

১৪.২। প্রকল্প এলাকায় চাহিদার তুলনায় বেশী দুধ উৎপাদিত হওয়ায় বাজারজাতকরণের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে;

১৪.৩। প্রকল্প এলাকায় গরুর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলেও তাদের চিকিৎসা সুবিধা অপ্রতুল;

১৪.৪। এ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমের মধ্যে ছিল উন্নত জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য সম্পদ সহায়তা প্রদান। কিন্তু অধিক দুগ্ধ উৎপাদনকারী উন্নত জাতের বকনার সহজ প্রাপ্যতা না থাকায় অনেক সুবিধাভোগী সঠিক জাতের বকনা ক্রয়ের সুযোগ পায়নি। ফলে কিছু কিছু সুবিধাভোগীর দুধ উৎপাদন কাংখিত মাত্রার তুলনায় কম হয়েছে; এবং

১৪.৫। প্রকল্পের পিসিআর পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এক্সটার্নাল অডিট এখনও সম্পন্ন হয়নি।

১৫.০ সুপারিশমালাঃ

১৫.১। দারিদ্রবিমোচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মহিলাদের কর্মসংস্থান এর লক্ষ্যে এ প্রকল্পের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এ জাতীয় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

১৫.২। প্রকল্প এলাকা এবং সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরো সর্তকতা অবলম্বন করা যেতে পারে;

১৫.৩। উৎপাদিত দুগ্ধ বাজরজাতকরণের জন্য মিল্কভিটাসহ অন্যান্য দুগ্ধ বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে;

১৫.৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সমবায় অধিদপ্তর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রেখে প্রাণী চিকিৎসার বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারে;

১৫.৫। বকনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কোন নতুন প্রকল্পের আওতায় বকনা লালন পালন কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে;

১৫.৬। এক্সটার্নাল অডিট এবং অন্যকোন অডিট আপত্তি থাকলে তা নিষ্পত্তি করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; এবং

১৫.৭। প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদ ১৪ ও ১৫ এর বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক আগামী তিন মাসের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

সংযুক্তি -ক

প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
ক)	**রাজস্বঃ**				
	জনবলঃ				
১	কর্মচারীর বেতন	৩৪.০৫	১৬ জন	৩৪.০০	১৪ জন
২	ভাতাদি	৩৬.২০	১৬ জন	৩৬.১৭	১৪ জন
	উপমোটঃ	**৭০.২৫**		**৭০.১৭**	
	সরবরাহ ও সেবাঃ				
৩	ভ্রমণ ভাতা	৭.৯৩		৭.৯৩	
৪	ওভারটাইম ভাতা	৩.৭৭		৩.৭৭	
৫	অফিস ভাড়া	২৪.৭৩	১২ টি	২৪.৭৩	১২ টি
৬	ডাক	০.১০		০.১০	
৭	রেজিষ্ট্রেশন (গাড়ী)	০.৩৯		০.৩৯	
৮	জ্বালানী (ডিজেল) ও লুব্রিকেন্ট	৭.২১		৭.২১	
৯	প্রিন্টিং ও পাবলিকেশন				
১০	ক) ম্যনুয়েল	৩.৯০	২০০০ টি	৩.৯০	২০০০ টি
১১	খ) ডকুমেন্টেশন	৭.০০		৭.০০	
১২	ষ্টেশনারী, সিল, ষ্ট্যাম্পস	১১.০০		১১.০০	
১৩	বিজ্ঞাপন	২.০০		২.০০	
১৪	প্রশিক্ষণ				
১৫	১) ইন্ডাকশন/ওরিয়েন্টশন সভা	১.০০	৫ টি	১.০০	৫ টি
১৬	২) উদ্বুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ	২০০.৪০	১৮০ টি	২০০.৪০	১৮০ টি
১৭	আপ্যায়ন	৭.০০		৭.০০	
১৮	পরিবহণ (গাভী)	৩০.০০		৩০.০০	
১৯	সম্মানী/ফি	৫.০০		৪.৯৯	
২০	জরীপ	৫.০০		৫.০০	
২১	কম্পিউটার সামগ্রী	১.১০		১.০৯	
২২	বিবিধ	১৪.৮১		১৪.৮১	
	উপমোটঃ	**৩৩২.৩৪**		**৩৩২.৩২**	
	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণঃ				
২৩	মোটর গাড়ী	৩.০০		২.৮০	
২৪	কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট	০.৮০		০.৮০	
২৫	মেশিনারিজ এবং ইকুইপমেন্ট	২.০০			
	উপমোটঃ	**৫.৮০**		**৩.৬০**	
	মোট (রাজস্ব):	**৪০৮.৩৯**		**৪০৬.০৯**	

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	ব্যয়ের খাত	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী অংগের প্রাক্কলন		প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব
খ)	**মূলধনঃ**				
	সংগ্রহ ও ক্রয়ঃ				
২৬	গাড়ী (ডাবল কেবিন পিকআপ, ২৪০০ সিসি)	৪৪.০০		৪৪.০০	
২৭	বাইসাইকেল	০.৯৭		০.৯৭	
২৮	মেশিনারিজ, ইকুইপমেন্ট এবং ইন্সস্টলেশন অব বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট	২৪.০০	১২ টি	২২.২৩	১২ টি
২৯	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	১.৯৮	২ টি	১.৯৮	২ টি
৩০	অফিস সরঞ্জমাদি (মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর)	১.৯৭	১ টি	১.৯৬	১ টি
৩১	আসবাবপত্র	৪.৯৬		৪.৯৫	
৩২	অন্যান্য (সম্পদ হস্তান্তর)	২০১০.০০	১৬৮০ জন	২০১০.০০	১৬৮০ জন
	মোট (মূলধন):	**২০৮৭.৮৮**		**২০৮৬.০৯**	
	সর্বমোট (রাজস্ব+মূলধন):	**২৪৯৬.২৭**		**২৪৯২.১৮**	

(মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর এর তথ্যের ভিত্তিতে)

দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপনশীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

সমাপ্তঃ ডিসেম্বর, ২০১৪ খ্রিঃ

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন

২.০ নির্বাহী সংস্থা ঃ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)

৩.০ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৪.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	লাহিড়ীমোহনপুর, উল্লাপাড়া

৫.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকা)

অনুমোদিত ব্যয়			প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত (মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)	মন্তব্য
মূল				মূল	সংশোধিত				
জিওবি (অনুদান)	মিল্কভিটার নিজস্ব তহবিল	মোট							
২০৩৮.০০	৬৯০.২৪	২৭২৮.২৪	২৫৭১.২৮৬২	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪; পরবর্তীতে ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩১ ডিসেম্বর. ২০১৪ মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।	জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত	ব্যয় হ্রাস পেয়েছে ১৫৬.৯৫৩৮ (-৫.৭৫%)	০৬ (ছয়) মাস ২০%	অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৬.০ অংগ ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ঃ পরিশিষ্ট ‘ক’ দ্রষ্টব্য

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ ঃ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় কোন অংগের কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology) ঃ আলোচ্য প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে;

- ডিপিপি পর্যালোচনা;
- মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- PCR পর্যালোচনা;
- স্টিয়ারিং কমিটির কার্যবিবরণী পর্যালোচনা;
- কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন; এবং
- প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

৯.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামীণ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষকদের মাঝে ভেজাল মুক্ত ও গুণগত মানসম্পন গো-খাদ্য ন্যায্যমূল্যে ''নো-লস-নো-প্রফিট''-এ বিতরণ।

৯.১ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যঃ

ক) মিল্ক ইউনিয়নের বিভিন্ন দুগ্ধ এলাকার সমবায়ী কৃষকগণের সুষম দানাদার গো-খাদ্যের চাহিদা অনুযায়ী গো-খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; গো-খাদ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে দুগ্ধের লাভজনক উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

খ) গবাদি পশু পালনে উদ্যোগী ও দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি করা, ন্যায্যমূল্যে ও সাশ্রয়ী সংগ্রহ কার্যক্রমের দ্বারা সম্পৃক্ত কৃষকদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ ; এবং

গ) দুগ্ধ খামারের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলা; গবাদি পশু পালনের দ্বারা গ্রামীন অতি দরিদ্র জনগোষ্টি (Hardcore poor) এর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ভাগ্যেও উন্নয়ন করা।

১০.০ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমিঃ

গবাদিপশুর জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় গো-খাদ্য অবস্থা পর্যালোচনা হতে দেখা গিয়েছে যে, বর্তমানে দেশে উচ্চতর পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ, বিজ্ঞান সম্মতভাবে সুষম ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য সম্মত পদ্ধতি আশ্রয়ে উৎপাদিত গো-খাদ্যের যে চাহিদা রয়েছে, তা মিটাবার জন্য পর্যাপ্ত ও যথোপুযুক্ত কোন ব্যবস্থা নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থাপিতব্য গো-খাদ্য কারখানাটি বাংলাদেশে স্থাপিত সর্ববৃহৎ দুগ্ধ শিল্প প্রকল্পের একটি সহায়ক উদ্যোগ। এ প্রকল্প আওতায় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মিল্ক ইউনিয়নের মাদার পান্ট হিসাবে স্বীকৃত লাহিড়ীমোহনপুর দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন করা হয়েছে যেন গোখাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে বিরাজমান সুষম ও পুষ্টি সমৃদ্ধ পশুখাদ্যের ঘাটতি দূর করা যায়। ফলে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে সমগ্র দেশের দুগ্ধ উৎপাদন সেক্টর বিপুলভাবে উপকৃত হবে। যেহেতু সাধারণ প্রকৃতিগত নিয়মে দুগ্ধ উৎপাদন প্রক্রিয়াটি গবাদিপশুর জন্য এর খাদ্যের উপর সরাসরি নির্ভরশীল, সেহেতু প্রস্তাবিত এ প্রকল্পে উৎপাদিত সুষম গো-খাদ্য দেশের দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রাখবে। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত TOTAL MIXED RATION প্রযুক্তি সম্পন্ন গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন হচ্ছে যাতে করে দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায়ী কৃষকবৃন্দ ও খামারীগণ বাজাওে প্রচলিত ভেজাল ও গুনগতমানসম্পন্ন গো-খাদ্য খাওয়ানো হতে পরিত্রাণ পেতে পারে। প্রকল্পটি নো-লস নো প্রফিট ভিত্তিতে পরিচালনার কারণে সমবায়ীবৃন্দকে ন্যায্য মূল্যে উন্নতমানের গো-খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হচ্ছে।

১১.০ প্রকল্পের অনুমোদন ও সময় বর্ধিতকরণ ঃ

প্রকল্পটি ২৭২৮.২৪ (জিওবি : ২০৩৮.০০ এবং মিল্কভিটা নিজস্ব তহবিল : ৬৯০.২৪) লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৬ মার্চ ২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ০২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ হতে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন পায়। আইএমইডি'র সুপারিশের প্রে ক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক প্রকল্পটির মেয়াদ আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুলাই,২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ নির্ধারণপূর্বক গত ০৮/০৭/২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়।

১২.০ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম ঃ

১) ভেজাল মুক্ত উন্নতমানের সুষম দানাদার, পিলেট ও TOTAL MIXED RATION গো-খাদ্য উৎপাদন;
২) সমবায়ী দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের মধ্যে ''লাভ নয় - লোকসান নয়'' ভিত্তিতে সরবরাহ এবং প্রতি সপ্তাহে দুগ্ধ বিল হতে গো-খাদ্যের মূল্য কর্তন করে বকেয়া সমন্বয় করা;
৩) ''ম্যাস'' এবং ''পিলেট'' এ ধরণের গো-খাদ্য উৎপাদন;
৪) Milking Cow, Heifer, Bull, Bullock, Calf প্রভৃতির দৈনিক দুগ্ধ উৎপাদন/শারীরিক সক্ষমতা ও দৈহিক ওজন হিসেব করে Feed Formulation করা;
৫) Calf feed, Calf starter, Lactating Dairy cow feed, Winning/Dry cow feed, Buffalo feed প্রভৃতির চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে গো-খাদ্য তৈরী করা;

৬) কাঁচামাল সমূহ কারখানায় গ্রহণের পূর্বেই ল্যাবরেটরীতে এর আর্দ্রতা ও পুষ্টিগুণ পরীক্ষা করা;
৭) রুটিন পরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদিত গো-খাদ্যসমূহের গুণগতমান নিশ্চিত করা;
৮) দীর্ঘদিন সংরক্ষণ উপযোগী গো-খাদ্য উৎপাদন ও সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা; এবং
৯) Feed Formulation ও Feeding technique বিষয়ে দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।

১৩.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ঃ

ক্র: নং:	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	সময়কাল
০১।	জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান	উপ-মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও জনসংযোগ), মিল্ক ভিটা	অতিরিক্ত দায়িত্ব	জানুয়ারী, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪

১৪.০ প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

গত ০১/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন সমাপ্ত প্রকল্পের সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার লাহিড়ীমোহনপুরে স্থাপিত কারখানার কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময় করা হয়।

পরিদর্শন ও বর্ণনা	স্থিরচিত্র
আইএমইডি'র পরিচালক এবং প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পরিদর্শনকালে গৃহীত গো-খাদ্য কারখানার চিত্র	
গো-খাদ্য কারখানায় পিলেট উৎপাদনের চিত্র।	

পরিদর্শন ও বর্ণনা	স্থিরচিত্র
গো-খাদ্য কারখানায় পিলেট প্যাকেটজাতকরণের চিত্র।	

১৫.০ সাধারণ পর্যবে ক্ষণ ঃ

পরিদর্শনকালে কারখানায় উন্নতমানের সুষম দানাদার, পিলেট উৎপাদন কার্যক্রম দেখা যায়। পিলেট উৎপাদনে ভূট্টা, রাইস পলিশ, টিওআরবি, সয়াবিন কেক, গমের ভূষি, তিলের খৈল, লাইম স্টোন, ভিটা-মিনারেল প্রি মিক্স, লবন, মুগ ভূষি, ধানের খড় ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে। পরিদর্শনের দিন TOTAL MIXED RATION গো-খাদ্য উৎপাদন হয়নি মর্মে জানা যায়।

১৫.১ আলোচনায় জানা যায়, কারখানায় প্রয়োজনীয় কাঁচামাল RFQ এবং DPM পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় করা হচ্ছে। কারখানায় উৎপাদিত মালামাল বাঘাবাড়িতে অবস্থিত মিল্কভিটা ফ্যাক্টরীর সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দকে মূল্য পরিশোষ ব্যতিরেকে প্রদান করা হয় এবং সাপ্তাহিক দুগ্ধের মূল্য হতে গো-খাদ্যের মূল্য সমন্বয় করা হয়।

১৫.২ গো-খাদ্য কারখানায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল RFQ এবং DPM পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় করা হচ্ছে। দেখা যায় ২৩ মে, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৯,৫৮,৪২২ কেজি বিভিন্ন উপকরণ ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। গড়ে প্রতি কেজির উৎপাদন মূল্য ২০.৬৬ টাকা। এর সাথে বিদ্যুৎ খরচসহ অন্যান্য খরচ যোগ করে কম-বেশী ২৭/- টাকা কেজি দরে বিক্রয় করা হচ্ছে।

১৬.০ সমস্যা ঃ

১৬.১ গো-খাদ্য কারখানায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল RFQ এবং DPM পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় করা হচ্ছে। দেখা যায় ২৩ মে, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৯,৫৮,৪২২ কেজি বিভিন্ন উপকরণ ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী RFQ এবং DPM পদ্ধতি ব্যবহার করে ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যয়ে কাঁচামাল ক্রয় বিধিসঙ্গত নয়।

১৬.২ গো-খাদ্য কারখানায় Stainless Steel এর সাইলো না থাকায় মৌসুমে কম মূল্যে ভূট্টা ক্রয় করা যায় না । এতে বাজারের মূল্য উঠানামার সাথে সাথে ক্রয় মূল্য উঠানামা করে। অনেক সময় চাহিদা অনুযায়ী কাঁচামাল কিনতে বাড়তি অর্থের প্রয়োজন হয়;

১৬.৩ TOTAL MIXED RATION একটি নতুন পণ্য বিধায় এ পণ্য ব্যবহারে ব্যাপক গনসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে সেইসাথে Feed Formulation ও Feeding technique বিষয়ে দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে।

১৭.০ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ঃ

প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ২৭২৮.২৪ (জিওবি : ২০৩৮.০০ এবং মিল্কভিটা নিজস্ব তহবিল : ৬৯০.২৪) লক্ষ টাকা থাকলেও রাজস্ব খাতের ১৬.৭৬ লক্ষ টাকা এবং মূলধন থাতের ৪০.০২ লক্ষ টাকা মোট ১০৪.৭৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। বাস্তবায়ন কাল জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত থাকলেও পরবর্তীতে আইএমইডি'র সুপারিশের প্রেক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি না করে প্রকল্পটির মেয়াদ আরও ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে ডিসেম্বর ২০১৪ নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জিওবি ১৯৩৩.২৪ লক্ষ টাকা এবং মিল্কভিটার নিজস্ব তহবিল ৬৩৮.০৪৬২ লক্ষ টাকা মোট ২৫৭১.২৮৬২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে প্রতীয়মান হয়।

১৮.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ঃ

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর এর তথ্য অনুসারে)
ক) মিল্ক ইউনিয়নের বিভিন্ন দুগ্ধ এলাকার সমবায়ী কৃষকগণের সুষম দানাদার গো-খাদ্যের চাহিদা অনুযায়ী গো-খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। গো-খাদ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে দুগ্ধের লাভজনক উৎপাদন বৃদ্ধি করা;	ক) ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৭,১৭,৬৯০ কেজি গো-খাদ্য উৎপাদন হয়েছে যা মিল্ক ভিটার সমবায়ীদের নিকট বিক্রি করা হয়েছে;
খ) গবাদি পশু পালনে উদ্যোগী ও দুগ্ধ উৎপাদনকারী কৃষকদের দুগ্ধ উৎপাদনের পরিমান বৃদ্ধি করা, ন্যায্যমূল্যে ও সাশ্রয়ী সংগ্রহ কার্যক্রমের দ্বারা সম্পৃক্ত কৃষকদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন প্রক্রিয়া জোরদারকরণ ; এবং	খ) প্রকল্প এলাকায় গবাদি পশু পালনে উদ্যোগী কৃষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দুগ্ধ উৎপাদনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি গাভী গড়ে ১০ থেকে ১৫ লিটার দুগ্ধ উৎপাদন করছে। ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে;
গ) দুগ্ধ খামারের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে দুগ্ধ শিল্প গড়ে তোলা; গবাদি পশু পালনের দ্বারা গ্রামীন অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী (Hardcore poor) এর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের ভাগ্যেও উন্নয়ন করা।	গ) এলাকায় গবাদি পশু পালনের দ্বারা গ্রামীন অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী (Hardcore poor)-র কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে।

১৯.০ সুপারিশ ঃ

১৯.১ গো-খাদ্য কারখানায় ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল RFQ এবং DPM পদ্ধতি ব্যবহার করে ক্রয় করা হচ্ছে। দেখা যায় ২৩ মে, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৯,৫৮,৪২২ কেজি বিভিন্ন উপকরণ ১,৯৩,৩৯,০৪৪ টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়েছে। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী RFQ এবং DPM পদ্ধতি ব্যবহার করে এত অধিক পরিমাণে কাঁচামাল ক্রয় বিধিসঙ্গত নয়। দীর্ঘমেয়াদে (২-৩ বছরের জন্য) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে যোগ্য সর্ব্বোত্তম দরদাতার সাথে Frame Work Contract সম্পাদন করে ক্রয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যেতে পারে;

১৯.২ গো-খাদ্য কারখানায় Stainless Steel এর সাইলো না থাকায় ভরা মৌসুমে কম মূল্যে ভূট্টা ক্রয় করে সংরক্ষণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে গো-খাদ্য কারখানায় ছোট পরিসরে Stainless Steel এর সাইলো নির্মাণ করা যেতে পারে;

১৯.৩ TOTAL MIXED RATION একটি নতুন পণ্য বিধায় এর পরিচিতির লক্ষ্যে সমবায়ি দুগ্ধ খামারীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে; Feed Formulation ও Feeding technique বিষয়ে দুগ্ধ উৎপাদনকারী খামারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া যেতে পারে; এবং

১৯.৪ দেশে গো-খাদ্যের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং এটি একটি লাভজনক পণ্য। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধিসহ নতুন আঙ্গিকে কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখার জন্য পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

পরিশিষ্ট 'ক'

প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক ব্যয় বিভাজন(পিসিআর অনুযায়ী) (লক্ষ টাকায়)

প্রকল্পের অংগ/বিবরণ	পরিমাণ /সংখ্যা	আরডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		মন্তব্য
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
(ক) রাজস্ব ব্যয়						
প্রশিক্ষণ	জন	১৬.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	১৬.৭৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
কাঁচামাল	থোক	১৭৯.০০	থোক	১৩১.০০	থোক	৪৮.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
উপ-মোট (রাজস্ব)		**১৯৫.৭৬**		**১৩১.০০**		সর্বমোট রাজস্ব থাতের ৬৪.৭৬ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
(খ) মুলধন ব্যয়						
গাড়ী (০১টি ট্রাক ও ১টি কভার্ড ভ্যান) ক্রয়	টি	৯০.০০	১+১= ২টি	৯০.০০	থোক	
মেশিনারীজ (খাদ্য পরীক্ষার ল্যাবরেটরী সামগ্রী ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়)	সেট	১৬২৩.২৪	থোক	১৫৮৩.২৬	থোক	৪০.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্টস ক্রয়	থোক	২.০০	থোক	১.৯৮	থোক	০.০২ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
ভুমি উন্নয়ন	থোক	১২৫.০০	থোক	৭২.৮০৬২	থোক	
বিল্ডিং নির্মাণ	থোক	৫৬৫.২৪	থোক	৫৬৫.২৪	থোক	
সিডি ভ্যাট	থোক	১২৭.০০	থোক	১২৭.০০	থোক	
উপ-মোট (মূলধন)		**২৫৩২.৪৮**		**২৪৪০.২৮৬২**		রাজস্ব খাতের ১৬.৭৬ লক্ষ টাকা এবং মূলধন থাতের ৪০.০২ লক্ষ টাকা মোট ১০৪.৭৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)		**২৭২৮.২৪**		**২৫৭১.২৮৬২**		

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (২য় সংশোধিত)শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন,২০১৫)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

২.০ প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৩.০ প্রকল্প এলাকা : ৬৪ টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়ন।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	২য় সংশোধিত		মূল	২য় সংশোধিত			
১৮২১.৫৩	৬৮২১.৫৩	৬৭৫৫.৪১	মে ২০০৫ থেকে জুন ২০১০	মে ২০০৫ থেকে জুন ২০১৪	মে ২০০৫ থেকে জুন ২০১৫ (১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি)	৪৯৩৩.৮৮ (২৭১%)	৫ বৎসর (১০০%)

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়ন: জিওবি: ৫৫০০.১৯ লক্ষ টাকা এবং জাইকা: ১৩২১.৩৪ লক্ষ টাকা।

৬.০ অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী) : পরিশিষ্ট-ক

৭.০ প্রকল্প অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ প্রকল্পের কোন কাজ অবশিষ্ট নেই।

৮.০ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম

৮.১ পটভূমি:

বিগত ১৯৮৬-৯০ মেয়াদে বার্ড, আরডিএ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে Community উন্নয়নে একটি সফল মডেল উদ্ভাবনের জন্য দেশের ৫টি জেলার ৫টি ইউনিয়নের ৬টি গ্রামে গবেষণা শুরু করা হয় এবং পরবর্তীতে পরীক্ষামূলক প্রয়োগিক গবেষণা করা হয়। এর ৫ (পাঁচ) বৎসর পর ২০০০-২০০৪ মেয়াদে জাইকা ও বিআরডিবি'র উদ্যোগে PRDP-1 এর আওতায় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতী উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে সফল পরীক্ষা শেষে "Link Model" উদ্ভাবন করা হয়। অত:পর জাইকা ও জিওবি'র যৌথ অর্থায়নে জুন/২০০৫ থেকে জুন/২০১০ মেয়াদে ৩টি জেলার ২০টি ইউনিয়নে PRDP-2 Link Model পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে বাস্তবায়িত হয়।

এর সফলতার উপর ভিত্তি করে জুলাই/২০১০- জুন/২০১৪ মেয়াদকালে পিআরডিপি-২, ২য় সংশোধিত প্রকল্প দেশের ৬৪টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়নে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অর্থাৎ ১(এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পটি জুন, ২০১৫ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভূক্ত ইউনিয়নসমূহকে উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জনগণের চাহিদাভিত্তিক জাতিগঠনমূলক বিভাগসমূহের সেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা এ প্রকল্পের অন্যতম ছিল।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

৮.২.১ গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করা;

৮.২.২ গ্রামবাসীগণের চাহিদা অনুসারে উন্নয়নমূলক সেবা প্রদান ও প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

৮.২.৩ গ্রামবাসীগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;

৮.২.৪ স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সামাজিক পুঁজি গঠনে সহায়তা প্রদান করা;

৮.২.৫ জনগণের Need-based প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন করা;

৮.২.৬ জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা;

৮.২.৭ সরকাররি এবং বেসরকারি সংস্থার সকল সেবা ও সহায়তা সাধারণ জনগণের নিকট পৌঁছানো নিশ্চিত করা;

৮.২.৮ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও মেরামত করা;

৮.২.৯ ইউনিয়ন পরিষদকে One Stop Service Delivery Station হিসাবে পরিণত করা;

৮.২.১০ উন্নয়ন কর্মকান্ডের সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; এবং

৮.২.১১ গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী- সেবা প্রদানকারী মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।

৮.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রম:

৮.৩.১ গ্রাম কমিটি (জিসি) গঠন এবং গ্রাম কমিটির মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারণের বিদ্যমান সমস্যাসমূহ ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থাপন;

৮.৩.২ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির (ইউসিসি) মাধ্যমে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সংযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি;

৮.৩.৩ ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও সংস্কারসহ গ্রাম এলাকার সকল উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা । প্রকল্পভূক্ত গ্রামবাসী, ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রকল্প সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ক গ্রাম কমিটি (জিসি) স্কিম ও ইউসিসি স্কিম বাস্তবায়ন করা।

গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের ভৌত অবকাঠামো জিসি স্কিম হিসাবে পাড়ার রাস্তা, কালভার্ট, সাঁকো, স্কুল মেরামত, লাইব্রেরী, ড্রেনজ, টিউবওয়েল, স্যানিটারী ল্যাটিন, আর্সেনিক পরীক্ষকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ইউসিসি স্কিম হিসেবে পিঠা মেলা, জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, বইমেলা, বৃক্ষমেলা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি স্কিমসমূহের বাস্তবায়ন করা; এবং

৮.৩.৪ গ্রামীণ জনগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য Field Proposal Type Training (FPTT) বাস্তবায়ন করাসহ আয় ও কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান।

৯.০ প্রকল্প অনুমোদন ও সংশোধন: প্রকল্পটি

১০.০ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সক্রান্ত তথ্য (পিসিআর-এর ভিত্তিতে):

অর্থ বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০০৫-০৬	৩২০.০০	৩২০.০০	৩২০.০০	৩১৮.৭৫
২০০৬-০৭	২৪০.০০	২৩০.০০	২৩০.০০	২২৬.৩৭
২০০৭-০৮	২৮২.০০	২৭৯.০০	২৭৯.০০	২৭৮.১০
২০০৮-০৯	৩০২.১৯	৩১২.০০	৩১২.১৯	২৯৫.০২
২০০৯-১০	৬৭৭.৩৪	৮১৬.৩৪	৮১৬.৩৪	৮০০.৩০
২০১০-১১		৬২০.০০	৬২০.০০	৬২০.০০
২০১১-১২		১১৭১.০০	১১৭১.০০	১১৭১.০০
২০১২-১৩		১১০০.০০	১১০০.০০	১১০০.০০
২০১৩-১৪		১৩০০.০০	১৩০০.০	১২৯৪.৮৭
২০১৪-১৫		৬৭৩.০০	৬৫১.০০	৬৫১.০০
মোট	**১৮২১.৫৩**	**৬৮২১.৫৩**	**৬৭৯৯.৫৩**	৬৭৫৫.৪১

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী এবং বেতন স্কেল	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ		মন্তব্য
		যোগদান	বদলী	
১	২	৪	৬	৭
জনাব মাহাবুর রহমান	পূর্ণকালীন	২৪/০৩/২০০৫	৩০/০১/২০০৭	-
জনাব এ.কে.এম. নজিবুল্লাহ	পূর্ণকালীন	৩১/০১/২০০৭	০১/০১/২০০৯	-
জনাব মোঃ সদরুল আলম তাদুকদার	পূর্ণকালীন	০২/০১/২০০৯	২৪/০২/২০১০	-
জনাব আমিনুর রহমান খান	পূর্ণকালীন	২৫/০২/২০১০	৩০/০৬/২০১৫	-

১২.০ প্রকল্প পরিদর্শন: আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক ২৯ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রি: তারিখে সিলেট সদর উপজেলার ৩ নং খাদিম নগর ইউনিয়নের বরজান গ্রাম কমিটি ও মাকরখলা গ্রাম কমিটি, শ্রীমঙ্গল উপজেলার ৫ নং কালাপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রাম কমিটি দ্বারা বাস্তবায়িত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এ ছাড়াও ৩০ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ৫নং গোপায়া ইউনিয়নের পূর্ব ভাদৈ জিসি স্কীম ও ১০ নং লস্করপুর ইউনিয়নের বনগাঁও জিসি স্কীম পরিদর্শন করা হয়।

১৩.০ পর্যবেক্ষণ:

১৩.১ পিআরডিপি-২ প্রকল্পের আওতায় সিলেট সদর উপজেলার ৩ নং খাদিম নগর ইউনিয়ন পরিষদে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বড়জান গ্রাম কমিটির উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে, বরজান গ্রামে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে একটি স্কীমের আওতায় ১৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫ ফুট প্রস্থ পরিমাপের একটি বক্স কালভার্ট এবং দু'টি রিং কালভার্ট তৈরি করেছে। এতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১,১৫,০০০.০০ (এক লক্ষ পনের হাজার) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প থেকে বহন করা হয়েছে মাত্র ৫২,৫০০.০০ (বাহান্ন হাজার পাঁচ শত) টাকা, এলাকার জনগণ দিয়েছে ৫৫,০০০.০০ (পঞ্চান্ন হাজার) টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েছে ৭,৫০০.০০ (সাত হাজার পাঁচ শত) টাকা। উল্লেখ্য যে, প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিমালা অনুযায়ী জনগণের ১৫০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা দেবার কথা ছিল। কিন্তু স্কীমগুলো বাস্তবায়নে স্বার্থে তারা অতিরিক্ত ৪০,০০০.০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা প্রদান করেছে। এছাড়াও এলাকার সাধারণ মানুষ দীর্ঘ দিনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্কীমগুলো বাস্তবায়নের জন্য কায়িক শ্রম প্রদান করেন। বিআরডিবি'র কর্মকর্তাগণ জানান যে, সরকারের মাত্র ৫২,৫০০.০০ (বাহান্ন হাজার পাঁচ শত) টাকা ব্যয়ে ১,১৫,০০০.০০ টাকার তিনটি স্কীম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে;

চিত্র-১: বড়জান গ্রাম কমিটির প্রদর্শনী বোর্ড

চিত্র-২: বড়জান গ্রাম কমিটি দ্বারা নির্মিত বক্স কালভার্ট

১৩.২ খাদিম নগর ইউনিয়নে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের মাকরখলা গ্রাম কমিটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে একটি স্কীমের আওতায় ১৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬ ফুট প্রস্থ পরিমাপের একটি বক্স কালভার্ট এবং একটি রিং কালভার্ট তৈরি করেছে। এতে সর্বমোট ব্যয় হয় ৯০,০০০.০০ (নব্বই হাজার) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প থেকে বহন করা হয়েছে মাত্র ৫২,৫০০(বাহান্ন হাজার পাঁচ শত) টাকা,

এলাকার জনগণ দিয়েছে ৩০,০০০.০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েছে ৭,৫০০ (সাত হাজার পাঁচ শত) টাকা। এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা যায় যে, স্কীমগুলো বাস্তবায়নের জন্য এলাকার সাধারণ মানুষ কাজ করেছেন। প্রকল্পের উপকারভোগী একজন কৃষক জানান যে, এক ভ্যান চালক স্কীমগুলো বাস্তবায়নের স্বার্থে তার নিজের ভ্যান দিয়ে নির্মাণ সামগ্রী বিনা মূল্যে পরিবহণ করেছেন;

চিত্র-৩: মাকরখলা গ্রাম কমিটি দ্বারা নির্মিত কালভার্ট।

১৩.৩ মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার ০৫ নং কালাপুর ইউনিয়নে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে ইউপি চেয়ারম্যান ও একজন মেম্বার জানান ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পিআরডিপি-২ প্রকল্পের সহায়তায় ১০টি সেলাই মেশিন ক্রয়ের মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ হল রুমে সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। প্রতি ব্যাচে ১০ জন করে ০৩ ব্যাচে মোট ৩০ জন বেকার যুবক ও যুবতীকে তিনমাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কয়েকজন যুবক-যুবতীর সাথে আলাপ করে জানা যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে অনেকেই নিজেরা কাজ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন;

চিত্র-৪: কালাপুর ইউনিয়ন পরিষদে সেলাই কার্যক্রম।

১৩.৪ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প আর্থিক সহায়তা, ইউনিয়ন পরিষদ হতে প্রাপ্ত সহায়তা এবং উপকারভোগী গ্রামবাসীর আর্থিক অনুদানে কালাপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামে ২০০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫ ফুট উচ্চতা পরিমাপের একটি গার্ড ওয়াল নির্মাণ করা হয়। এতে মোট ব্যয় হয় ৯৭,৩০০.০০ (সাতানব্বই হাজার) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প থেকে বহন করা হয়েছে মাত্র ৫২,৫০০.০০ (বাহান্ন হাজার পাঁচশত) টাকা। উপকারভোগী জনগণ দিয়েছে ৩৭,৩০০.০০ (সাইত্রিশ হাজার তিন শত) টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েছে ৭,৫০০.০০ (সাত হাজার পাচশত) টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় একই ইউনিয়নে মাজদিহি গ্রামে ৩৫০ ফুট

দৈর্ঘ্য এবং ৫ ফুট প্রস্থ পরিমাপের একটি রাস্তা ইটের সলিং করা হয় যার মোট ব্যয় ১,০৭,০০০.০০ (এক লক্ষ সাত হাজার) টাকা। এর মধ্যে প্রকল্পথেকে বহন করা হয়েছে মাত্র ৫২,৫০০.০০ (বাহান্ন হাজার পাঁচ শত) টাকা, উপকারভোগী এলাকার জনগণ দিয়েছে ৫৭,০০০.০০(সাতান্ন হাজার) টাকা এবং ইউনিয়ন পরিষদ দিয়েছে ৭,৫০০.০০ (সাত হাজার পাঁচশত) টাকা।

চিত্র-৫: শ্রীমঙ্গল উপজেলার মাজদিহি গ্রাম কমিটি দ্বারা নির্মিত রাস্তা

চিত্র-৬: শ্রীমঙ্গল উপজেলার উত্তর মাজদিহি গ্রাম কমিটি দ্বারা নির্মিত ২০০ মিটার গার্ড ওয়াল।

১৩.৫ হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় বাস্তবায়িত কয়েকটি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। এর মধ্যে ৫ নং গোপায়া ইউনিয়নের পূর্ব ভাদৈ গ্রামে রাস্তা ইটের সলিং এবং ১০নং লস্করপুর ইউনিয়নের বনগাঁও নলকূপ স্থাপন। উভয় কাজেই স্থানীয় জনগণ উপকৃত হচ্ছে;

চিত্র-৭: পূর্ব ভাদৈ রাস্তার কাজ।

চিত্র-৮: লস্করপুর ইউনিয়নের সুঘর গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও সেনিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
(প্রকল্প অফিস কর্তৃক সরবরাহকৃত)

১৩.৬ পিআরডিপি-২ প্রকল্পভুক্ত পরিদর্শিত এলাকার জনগণের সাথে আলাপকালে জানা যায়, এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের জনগণ সংগঠিত হয়েছে। তাঁরা একত্রে বসে নিজেরা গ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পেরেছে এবং গ্রামের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে প্রতীয়মান হয়েছে যে, গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে কালভার্ট, রাস্তা ঘাট ও অন্যান্য অবকাঠামো বিষয়ে ownership বোধ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ রাস্তা ঘাট, কালভার্ট ও অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো সরকারের এবং এগুলো নির্মাণ/মেরামতের দায়িত্ব সরকারের, এ বোধ থেকে প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী জনগণ বের হতে পেরেছে এবং এ বোধ অবকাঠামোগুলো সংরক্ষণে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;

১৩.৭ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় জন প্রতিনিধি অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণকে খুব তৎপর দেখা গেছে। জন প্রতিনিধিগণ আন্তরিকভাবে প্রকল্পের কাজে সহায়তা করেছেন। কারণ এ প্রকল্পের গ্রাম কমিটি, ইউনিয়ন কমিটির বিভিন্ন সভার মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ জনগণ তথা ভোটারদের কাছে আসতে পারছেন। এ কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ সহজতর ও ফলপ্রসূ হয়েছে;

১৪.০ সমস্যা:

১৪.১ ৩ নং খাদিম নগর ইউনিয়ন পরিষদে বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত বড়জান গ্রাম কমিটির উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনকালে কয়েকজন উপকারভোগী জানান যে, তারা প্রকল্পের আওতায় কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেননি। যদিও প্রকল্পের আওতায় কমিটিভূক্ত সকল সদস্যদের কৃষি বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান ছিল;

১৪.২ প্রকল্পের সুফলভোগীদের উন্নয়ন চিত্র ডাটা বেইজে সংরক্ষণ করা হয়নি;

১৪.৩ প্রশিক্ষণ খাতে ৮০৭.১২ কোটি টাকা বরাদ্দের সম্পূর্ণ অর্থই ব্যয় করা হয়েছে। সরকারের কৃষি, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ ও স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের নিয়মিত কাজ ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ প্রকল্পের আওতায় উক্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা প্রশিক্ষণে দ্বৈততা সৃষ্টি হয়েছে এবং অর্থের অপচয় হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে;

১৪.৪ প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৬৮.২২ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকল্পের প্রধান অংগ অর্থাৎ গ্রামীণ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় মাত্র ১৮.৫৭ কোটি টাকা।

১৫.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর অনুযায়ী)
১) গ্রাম উন্নয়নে সম্পৃক্ত সকলের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পরিবেশ সৃষ্টি, উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জীবন যাত্রার মান ও সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা;	১) স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন তথ্য আদান প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, গ্রাম কমিটির সভা, ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা, এনজিও প্রতিনিধি, সরকারের বিভিন্ন সংস্থার অংশগ্রহণ, পাড়ার রাস্তা, কালভার্ট নির্মাণ, সেনিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকল্পের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে;
২) Link Model কে ২০০ ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা	২) ভাল ফলাফল ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে Link Model ২০টি ইউনিয়ন থেকে ৬৪টি জেলার ৮৫টি উপজেলার ২০০টি ইউনিয়নে সম্প্রসারণ করা হয়েছে;
৩) গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলার মধ্যে Vertical Linkage এবং সেবা গ্রহণকারী-সেবা প্রদানকারীদের মধ্যে Horizontal Linkage স্থাপন করা।	৩) স্থানীয় জনগণ তাদের চাহিদার বিষয়টি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় ব্যক্ত করেন। সরকারেরএ Nation Building Department (NBD)-এর কর্মীরা তাদের সাহায্য ও সেবা নিয়ে ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে তাদের সেবাসমূহ জনসাধারণের মাঝে প্রদানের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার UCCM এর সেবার বিষয়টি গ্রামের সাধারণ মানুষদের মধ্যে নিশ্চিত করেন। ফলে এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের সাথে উপজেলার একটি শক্তিশালী যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। অধিকন্তু NBD কর্মচারী, NGO কর্মী, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং গ্রামবাসীরা কাজ করছেন পরিচিত UCCM প্লাটফর্মে। তাই প্রকল্পে মাধ্যমে তাদের মধ্যে একটি চমৎকার vertical linkage স্থাপিত হয়েছে।
৪) স্থানীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সক্ষমতা তৈরী;	৪) প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ নিজেদের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা নিজেরা করবার সুযোগ পাচ্ছে। জনগণ স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সাথে উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে আলোচনা করছেন এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করছেন। গ্রাম কমিটিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করছেন যা প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়েছে;

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর অনুযায়ী)
৫) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে linkage স্থাপন।	৫) ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভার মাধ্যমে PRDP এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইউনিয়নের সাথে শক্তিশালী যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এই কমিটির চেয়াম্যান এবং ইউপি মেম্বারা হয় এই কমিটির মেম্বার।

১৬.০ সুপারিশ:

১৬.১ সারা দেশে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের আর্থিক সক্ষমতা সরকারের নেই। সে জন্য বিক্ষিপ্তভাবে প্রকল্প গ্রহণ না করে প্রকল্প গ্রহণের criteria ঠিক করে কয়েকটি পশ্চাৎপদ উপজেলায় এ ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;

১৬.২ ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, সরবরাহ ও সেবা, মেরামত, ফার্ণিচার ক্রয় খাতে বিপুল পরিমান অর্থ বরাদ্দের প্রবণতা পরিহার করা যেতে পারে এবং গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ খাতে অধিক অর্থ বরাদ্দ রাখা যেতে পারে;

১৬.৩ প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ ও সেবা, প্রশিক্ষণ, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং অফিস সরঞ্জাম ক্রয় খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়ের যথার্থতা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ খতিয়ে দেখে আইএমই বিভাগকে অবহিত করবে;

১৬.৪ পরবর্তীতে এ ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সুফলভোগীদের উন্নয়ন চিত্র ডাটা বেইজে সংরক্ষণ করা সমীচীন হবে। এর ফলে প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন সহজ হবে;

১৬.৫ প্রকল্পটির External Audit দ্রুত সম্পাদন করতে হবে;

১৬.৬ উপর্যুক্ত অনুচ্ছেদ ১৬.১ হতে ১৬.৫ এর সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ পূর্বক আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমই বিভাগকে তা অবহিত করতে হবে।

পরিশিষ্ট-ক

প্রকল্পের অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

কাজের নাম	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত অগ্রগতি		বিচ্যুতির কারণ (±)
		আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
UCC	সংখ্যা	-	২০০	-	২০০	
UCCM	সংখ্যা	-	৮৪০০	-	৯৫৩১	
GC	সংখ্যা	-	১৮৩০	-	১৮৩০	
GCM	সংখ্যা	-	৫৪৯০০	-	৫৬১২৪	
সেবা প্রদান	টাকা	১৪৭৪.৩৭	-	১৪৬৯.৪৪	-	৪৪.১২ লক্ষ টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
বেতন ও ভাতা	সংখ্যা	১৮৩৮.৯৮	১৪৩	১৮২২.৮২	১৪৩	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৮০৭.১২	৩৪৬৭৯৫	৮০৭.১২	৩৪৬৭৯৫	
পুনঃমেরামত	টাকা	২৭৬.৭৯	-	২৭৬.৭৮	-	
মটরযান	সংখ্যা	১৫৩.৩৮	৮২	১৫৩.৩৮	৮২	
অফিস উপকরণ	টাকা	২৪১.৩৯	-	২২৮.৩৭	-	
আসবাবপত্র	সংখ্যা	৭২.৯৯	৪২৫	৭২.৯৯	৪২৫	
ভবন	সংখ্যা	৬৯.৯৯	১	৬৯.৯৯	১	
GC স্কিম	সংখ্যা	১৮৫৬.৫২	২৮১০	১৮৪৬.৫২	২৮১০	
CD ভ্যাট	টাকা	৩০.০০	-	৮.০০	-	২২.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত হয়নি।
মোট		**৬৮২১.৫৩**		**৬৭৫৫.৪১**		**৬৬.১২**

পরিশিষ্ট-ক

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমান/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান/ সংখ্যা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব:						
জনবল:						
১। কর্মকর্তাদের বেতন	জন	-				অতিরিক্ত দায়িত্বে
২। কর্মচারীদের বেতন	জন	৬.৭৭	২	৩.৬২	২	আউটসোর্সিং-২ এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব
৩। ভাতা	-	৭.৬০		৪.৪৫		
উপ-মোট (জনবল)		**১৪.৩৭**	**২**	**৮.০৭**	**২**	
৪। অতিরিক্ত ভাতা		৭.০০		৬.৯৮		
৫। ডাকমাশুল		২.৫০		২.৩৮		
৬। টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/ ইন্টারনেট		১৫.০০		১৫.০০		
৭। বিদ্যুৎ বিল		৭.৫০		৭.৪৯		
৮। পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট		৩০.০০		২৯.৯৫		
৯। মুদ্রণ এবং প্রকাশনা		১৮.০০		১৮.০০		
১০। স্টেশনারী		১৯.০০		১৯.০০		
১১। প্রচারণা এবং বিজ্ঞাপন/ ডকুমেন্টারী		১৯.০০		১৯.০০		
১২। প্রশিক্ষণ ব্যয়	ব্যক্তি	২২৫.৭২	৯৩৫৬	২২৫.৬৩	৯৩৫৬	
১৩। সেমিনার, ওয়ার্কসপ এবং কনফারেন্স	সংখ্যা	১৮.০০	৬	১৮.০০	৬	
১৪। নির্মাণ কাজের পরামর্শ	-	৫.০০		৫.০০		
১৫। মূল্যায়ন (মধ্যবর্তী/বিশেষ)	-	৫.০০		৫.০০		
১৬। জরিপ (উপ-প্রকল্প এলাকায় জরিপ)	সংখ্যা	২৪.৭০	৭৮	২৪.৭০	৭৮	
উপ-মোট (সরবরাহ ও সেবা):		**৩৯৬.৪২**	**৯৪৪২**	**৩৯৬.১৩**	**৯৪৪২**	
১৭। কম্পিউটার ও মেশিনারি উপকরণ		৯.২১		৯.১৯		
উপ-মোট (সংস্কার, মেরামত ও পুর্ণবাসন)	**-**	**৯.২১**		**৯.১৯**		
মোট (রাজস্ব)		**৪২০.০০**	**৯৪৪২**	**৪১৩.৩৯**	**৯৪৪২**	
(খ) মূলধন:						
সম্পদ আহরণ:						
মটরযান						
১৮। প্রশিক্ষণ বাস	সংখ্যা	৩৪.৫০	১	৩৪.৫০	১	
১৯। মিনি ট্রাক	সংখ্যা	৩২.২০	১	৩২.২০	১	
২০। মোটরসাইকেল	সংখ্যা	১০.৩০	৬	১০.৩০	৬	
২১। কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপাদান/খামার আধুনিকীকরণের জন্য জেনারেটর	-	৪৩৪.০৬		৪৩৩.৯৫		
২২। প্রশিক্ষণ উপকরণ, কম্পিউটার ও সফটওয়্যার	-	৫৬.৭৫		৫৬.৭১		
২৩। আসবাবপত্র		২০.২৪		২০.২৩		

২৪। অন্যান্য/ সিড ক্যাপিটাল (জীবিকা উন্নয়নের জন্য তহবিল)	সংখ্যা	১২৭২.৯৬	৭৮	১২৭২.৯৬	৭৮	
উপ-মোট (সম্পদ অর্জন)		**১৮৬১.০১**	**৮৬**	**১৮৬০.৮৫**	**৮৬**	
ভূমি ক্রয় ও ভাড়া:						
নির্মাণ শ্রমিক						
আবাসিক ভবন						
২৫। হোস্টেল প্রশিক্ষণ (১০ তলা ভিতসহ) ৫তলা সম্পন্ন		৫২০.০০	২১৭৬	৫১৯.৯২	২১৭৬	
সেচ অবকাঠামো						
২৬। টেস্ট ডিলিং	সংখ্যা	১৪.৯৯	২০	১৪.৯৪	২০	
২৭। পর্যবেক্ষণ দেয়াল	সংখ্যা	২১.০০	১৪	২০.৯৬	১৪	
২৮। পানি সরবরাহ (পানি সম্পদের ফলাফল প্রদর্শন (RDA পদ্ধতি), পানি সরবরাহ, পয়:প্রণালী,স্বাস্থ্য, বায়োগ্যাস প্লান্ট, সৌর বিদ্যুৎ, কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ/বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি)	সংখ্যা	৩৫১০.০০	৭৮	৩৫০৯.১১	৭৮	
২৯। অন্যান্য (ভূমি জরিপ, জিআইএস, ডিজাইন, মূল্যায়ন এবং তদারকি)	সংখ্যা	৭৮.০০	৭৮	৭৭.৯৬	৭৮	
উপ-মোট (নির্মাণকাজ)		৪১৪৩.৯৯	১৯০	৪১৪২.৮৯	১৯০	
মোট (মোট উপাদান)		৬০০৫.০০	২৭৬	৬০০৩.৭৪	২৭৬	
সর্বমোট (রাজস্ব+ মূলধন)		৬৪২৫.০০	৯৭১৮	৬৪১৭.১৩	৯৭১৮	

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যে গুলো দেশ ও জাতির অগ্রগতির জন্য কাজ করে এবং কৃষক, যুবক ও পল্লী এলাকার মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি পল্লী উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংস্থা ও এনজিওদের পরামর্শক সেবা প্রদান করে থাকে।

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রায়োগিক গবেষণা (সংশোধিত)শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: ডিসেম্বর, ২০১৪)

১.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া

২.০ প্রশাসনিক বিভাগ/মন্ত্রণালয় : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

৩.০ প্রকল্প এলাকা : ৩৭ টি জেলা (৭৮টি স্থান) প্রতি জেলায় কমপক্ষে ১টি স্থান।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের%)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের%)
মূল	১ম সংশোধিত		মূল	১ম সংশোধিত			
৫৮৯৩.৭২	৬৪২৫.০০	৬৪১৭.১৩	জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৩	জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৪	জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪	৫৩১.২৮ (৯%)	এক বৎসর (৩৩%)

৫.০ প্রকল্পের অর্থায়নঃ সম্পূর্ণ জিওবি

৬.০ অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতি (সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী) : পরিশিষ্ট-ক

৭.০ প্রকল্প অসম্পূর্ণ থাকলে তার তার কারণ প্রকল্পের কোন কাজ অবশিষ্ট নেই।

৮.০ প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য ও মূল কার্যক্রম

৮.১ পটভূমি:

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ামক। কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষি সেক্টর প্রথম তবে জিডিপির বিভাজনে বর্তমান প্রথম নয়। বাংলাদেশের কৃষি অতীতে বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল ছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃষির আধুনিকীকরণ অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ফলে রাসায়নিক সারের সাথে যান্ত্রিক সেচ পদ্ধতি ও HYV বীজ কৃষিতে প্রবর্তন করা হয়। ভূ-উপরিস্থ পানিই বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। কিন্তু দেশের সর্বত্র ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাচুর্য্য নেই। ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরণ করে সেচ প্রদানের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের যে সকল স্থানে ভূ-উপরিস্থ পানির স্বল্পতা রয়েছে সে সকল স্থানে ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরণ করে কৃষিতে ব্যবহার পদ্ধতি ড. আখতার হামিদ খান প্রথম আবিষ্কার করেন।

বার্ড, কুমিল্লা এবং আরডিএ, বগুড়া ড. আখতার হামিদ খান প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী, উন্নয়ন কর্মী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বেকার যুবক ও যব মহিলা এবং অন্যান্যদের জন্য চাহিদা নির্ভর বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া জন্মলগ্ন থেকেই পানি

ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালানা করে আসছে। প্রথম দিকে সেচ ব্যবস্থাপনার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তীতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শুধু সেচ নয়, গৃহস্থালী কাজ, হাঁস-মুরগী ও মৎস্য এবং দুগ্ধ খামারসহ শিল্প কারখানায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার উপর প্রায়োগিক গবেষণা শুরু করে। বর্তমানে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতির কারণে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে তার সমাধানকল্পেও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। এ সকল প্রায়োগিক গবেষণা পানি সমস্যার বহুমূখী সমাধানের সন্ধান দিয়েছে । আরডিএ, বগুড়া দুর্লভ পানি সম্পদের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর গবেষণা পরিচালনা করে গভীর নলকূপের বহুমূখী আবিষ্কার করেছে। এ মডেলে সেচ ব্যবস্থায় মাটির নীচে পাইপ দ্বারা সেচ পদ্ধতি প্রচলন, নিম্ন ও মধ্যম খরচের নালা নির্মাণ, সন্নিবিষ্ট মাটির চ্যানেল এবং সেচের পানি গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে। গভীর নলকূপের বহুমূখী ব্যবহার মডেলটি বাস্তবে প্রয়োগের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

৮.২.১ সেচ, খাবার পানি সরবরাহ, মৎস্য চাষ, নার্সারি উন্নয়ন, গরু মোটাতাজাকরণ, হাঁস-মুরগী পালন, উদ্যান এবং বসতবাড়ী আঙ্গিনায় সব্জী চাষ ও ননফার্ম কার্যক্রমে ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৮.২.২ কৃষি উৎপাদন দক্ষ ও সাশ্রয়ী পানি সম্পদ ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণ ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কৃষি উৎপাদন বাড়ানো;

৮.২.৩ কৃষিতে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে ফসল সংগ্রহের পূর্বে এবং পডরে বিভিন্ন কার্যক্রমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; এবং

৮.২.৪ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি করা ও প্রকল্পের সুফলভোগীদের স্বাস্থ্যের এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পচনশীল দ্রব্যাদির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে বায়োগ্যাস উৎপাদন করা।

৮.৩ প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

৮.৩.১ ৭৫টি সাইটে উপকারভোগীদের ১২০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান;

৮.৩.২ ১০ তলার ফাউন্ডেশনসহ ৩ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণ;

৮.৩.৩ ৩৩৭৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৫টি উপ-প্রকল্পের সেচ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাসন, কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ইত্যাদি সুবিধা প্রদান; এবং

৮.৩.৪ ৯টি যানবাহন ক্রয় (১টি জীপ, ১টি বাস, ১টি মিনি ট্রাক ও ৬টি মটর সাইকেল)।

৯.০ প্রকল্প অনুমোদ ন ও সংশোধন : মোট ৫৮৯৩.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় এবং জানুয়ারী, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত সময়কালে বাস্তবায়নের প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

পরবর্তীতে ৫৩১.২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি এবং মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ৬৪২৫.০০ লক্ষ টাকা অনুমোদিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। প্রকল্পে বছর ভিত্তিক কম বরাদ্দ প্রদান করায় বাস্তবায়ন পর্যায়ে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়া এবং জনগণের চাহিদার প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত ৩(তিন) টি উপ-প্রকল্প অন্তর্ভূক্তির কারণে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

১০.০ ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা, এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় সংকান্ত তথ্য (পিসিআরএর ভিত্তিতে):

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
২০১০-১১	১৮৮.৯৮	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০	১৮৭.৫০
২০১১-১২	২৩৫৫.০৮	৯৯৭.৬৪	৯৯৭.৬৪	৯৯৭.৬৪
২০১২-১৩	২২৬৪.৯৭	১০৯৮.৮৭	১০৯৮.৮৬	১০৯৮.৮৬
২০১৩-১৪	১০৮৪.৬৯	১৩২৮.০০	১৩২৮.০০	১৩২৭.৬৮
২০১৪-১৫	৫৩১.২৮	২৮১৩.০০	২৮১৩.০০	২৮০৫.৪৫
মোট	**৬৪২৫.০০**	**৬৪২৫.০০**	**৬৪২৫.০০**	**৬৪১৭.১৩**

১১.০ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য:

প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী এবং বেতন স্কেল	পূর্ণকালীন/ খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ		মন্তব্য
		যোগদান	বদলী	
১	২	৪	৬	৭
এম. এ. মতিন মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ২৫,৭৫০-১০০০×৮-৩৩,৭৫০	খন্ডকালীন	৩১/০৩/২০১১		অতিরিক্ত দায়িত্ব

১২.০ প্রকল্প পরিদর্শন: প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ১৮/০৯/২০১৫ খ্রি: তারিখে আইএমইডি'র উপ-পরিচালক জনাব পরিমল চন্দ্র বসু কর্তৃক বগুড়া জেলার শাজাহানপুর, শেরপুর এবং কাহালু উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শিত হয়।

১৩.০ পর্যবেক্ষণ:

১৩.১ কাহালু উপজেলায় বারমাইল পানি ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্প পরিদর্শনকালে সমিতির সভাপতি জনাব মো: নূরুল ইসলাম সাজু সহ সমিতির অন্যান্য কর্মকর্তা এবং সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়। চারটি গ্রাম নিয়ে এ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ উপ-প্রকল্পের মালিক ২০ (কুড়ি) জন। উপ-প্রকল্পটির ব্যয়ের ১০% টাকা (৪.৫০ লক্ষ টাকা) জমা দিয়ে প্রকল্পের সদস্যগণ কার্যক্রম গ্রহণ করেন। প্রকল্পের আওতায় ১৩০ একর জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ১০০ একর ধান এবং ৩০ একর সবজির জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে। সভাপতি জানান যে, উপ-প্রকল্পের আওতাভূক্ত জমিতে বিঘা প্রতি ৫৮০ টাকার বিনিময়ে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়। অথচ বাইরের গভীর বা অগভীর নলকূপ দিয়ে সেচ সুবিধা নেয়া হলে বিঘা প্রতি ১০০০ টাকা প্রদান করতে হয়। উপ-প্রকল্পের আওতায় ২৬৬ পরিবারকে সেচ সুবিধা এবং ৩০০ পরিবারকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে;

চিত্র-১: পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ

১৩.২ শাজাহানপুর উপজেলার জামুন্না গ্রাম উন্নয়ন সমিতি পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ২০০ টি খানায় গভীর নলকূপের মাধ্যমে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও ৮০ একর জমিতে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। সমিতির সদস্যগণ জানান যে, প্রকল্পটির কারণে উঁচু ও নিচু সব ধরণের জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সমিতির সভাপতি হতে জানা যায় যে, খাবার পানি সরবরাহের জন্য প্রতি বাড়ি হতে সর্ব নিম্ন ১০০ টাকা অথবা মাথা পিছু ২৫ টাকা করে সার্ভিস চার্জ নেয়া হয়। এ উপ-প্রকল্পের ১০২ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পে কৃষকদের ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে;

চিত্র-২: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত শাহজাহানপুর উপজেলায় ওভারহেড পানির রিজার্ভ

১৩.৩ বগুড়ার শেরপুর উপজেলার গাড়িদহ মাদ্রাসাপাড়া সমবায় সমিতির উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে। এ উপ-প্রকল্পের আওতায় ২০ একর জমিতে সেচ, ৪৭৫ পরিবারকে বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ করা হচ্ছে।

এ ছাড়াও ১৬৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সমিতির সদস্যগণ জানান যে, প্রকল্পের আওতায় যে ঋণ দেয়া হয়েছে তার আদায় হার ১০০%।

১৩.৪ প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে, প্রকল্পটি খুব সফল প্রকল্প। প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে কৃষকগণের আর্থ-সামাজিক উন্নতি হয়েছে। তাঁরা এ প্রকল্পের আরও বিস্তার চায় এবং আরও ঋণ সুবিধা চায়;

১৩.৫ প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে ৬৪টি পাওয়ার টিলার, ৫৬২টি উইডার, ১৪৭টি স্প্রে মেশিন, ৭৩টি রিপার, ১৩৬টি ওপেন ড্রাম, ১৩৬টি পাওয়ার উইনার ৭৮টি জেনারেটর ক্রয় করা হয়েছে। এ সকল যন্ত্রপাতি উপ-প্রকল্পের সমিতিভূক্ত কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে;

চিত্র-৩: প্রকল্পের আওতায় বিতরণকৃত কৃষি যন্ত্রপাতি

১৩.৬ প্রকল্পের আওতায় ৫১৯.৯২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে দশ তলা ফাউন্ডেশনসহ পাঁচ তলা প্রশিক্ষণ হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ট্রেনিং হোস্টেল পরিদর্শন করে দেখা যায় যে, ভবনের ফিনিশিং কাজ খুব নিম্ন মানের এবং ভবনের বিভিন্ন অংশের প্লাস্টার ড্যাম পড়ে স্যাঁতসেতে হয়ে আছে।

চিত্র-৪: প্রকল্পের আওতায় নির্মিত আরডিএ এর ট্রেনিং হোস্টেলের ড্যামযুক্ত দেওয়াল

১৩.৭ হোস্টেল ভবনের আসবাব পত্র, দরজা-জানালা অত্যন্ত নিম্ন মানের। ভবনের একটি কক্ষে গিয়ে দেখা যায় দেয়াল ক্যাবিনেট/আলমিরার দরজা লাগছে না। নিম্ন মানের কাঠ ব্যবহারের কারণে এমনটি হয়েছে।

চিত্র-৫: ট্রেনিং হোস্টেল কক্ষের আলমিরা

১৩.৮ দরজার রেলিং-এর ফিনিশিং ভালো নয় এবং মরিচা ধরে আছে যা বিল্ডিং-এর আয়ুষ্কাল কমিয়ে দিচ্ছে;

চিত্র-৫: ট্রেনিং হোস্টেলে ব্যবহৃত মরিচা ধরা গ্রীল।

১৩.৯ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং ঠিকাদারের নিকট থেকে হোস্টেল ভবনটি বুঝে নেয়া হয়েছে কিন্তু এখনও লিফট লাগানো হয়নি এবং ফিনিশিং কাজ অবশিষ্ট রয়েছে।

১৪.০ সমস্যা:

১৪.১ প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে সমাপ্ত হয়েছে, ঠিকাদারের নিকট থেকে কাজ বুঝে নেয়া হয়েছে, ঠিকাদারের অর্থও পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও ভবনে লিফট স্থাপন করা হয়নি এবং অনেক ফিনিশিং কাজ অবশিষ্ট রয়েছে;

১৪.২ প্রকল্পটিকে একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে এ ধরণের গবেষণা আরডিএ ইতোপূর্বে করেছে। ১৯৯৮ সালে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা বগুড়ার শশী বদনী গ্রামে buried pipe-এর মাধ্যমে সেচ প্রদান এবং একই সাথে খাবার পানি সরবরাহ প্রকল্পের কার্যক্রম দেখেছে। এ কার্যক্রম খুব ফলপ্রসূ ছিল। সমাপ্ত প্রকল্পে মূলত buried pipe-এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদানকে প্রায়োগিক গবেষণা বলা হয়েছে। কিন্তু অবিভক্ত ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশে বৃটিশ শাসন আমলে buried pipe-এর মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থা শুরু করা হয় যা ভারত ও পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে এখনও চালু রয়েছে। এতে পানি অনেক সাশ্রয় হয় যা প্রতিষ্ঠিত সত্য। এ প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে প্রকল্পভূক্ত ৭৮টি স্থানের কৃষকগণ বিনা মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি পেয়েছে, ঋণ সুবিধা পেয়েছে, বিশুদ্ধ খাবার পানি পেয়েছে। কিন্তু সরকারী অর্থে সমগ্র বাংলাদেশে এ ধরণের প্রকল্প নেয়া প্রায় অসম্ভব। নতুন কোন বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা করলে অর্থের অপচয় হতো না।

১৫.০ প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট: ভবন নির্মাণের জন্য জাতীয় পত্রিকা, স্থানীয় পত্রিকা এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল এবং টেন্ডারিং-এ OTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কৃষি যন্ত্রপাতির ক্রয়ের ক্ষেত্রে Direct Procurement পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ মেশিন টুলস্ ফ্যাক্টরী হতে সরাসরি ক্রয় করা হয়েছে। সাবমারসিবল পাম্প, গভীর নলকূপ ও সোলার পাওয়ার সিস্টেম, ওভারহেড পানির ট্যাংক, ভূগর্ভস্থ সেচ নালা বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের জন্য/ক্রয়ের ক্ষেত্রে LTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সকল ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে টেন্ডার পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।

১৬.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা:

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর অনুযায়ী)
ক) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বল্প খরচে বহুমুখী ব্যবহার সমন্বিত গভীর নলকূপের ব্যবহার সম্প্রসারণ;	১) আরডিএ কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বল্প খরচের গভীর নলকূপ সারাদেশে ৭৮টি উপ-প্রকল্পে স্থাপন করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। পরিদর্শিত ৩টি স্থানে গভীর নলকূপ কার্যকরী দেখা গেছে; ২) প্রত্যেকটি উপ-প্রকল্পে ৬০-৭৫ একর জমি সেচ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। সেচ কার্যক্রম ছাড়াও গভীর নলকূপের পানি গৃহস্থালী ও অন্যান্য উৎপাদশীল কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে;
খ) পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কর্তৃক উদ্ভাবিত গভীর নল কূপের মাধ্যমে পল্লী এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ;	১) আরডিএ উদ্ভাবিত স্বল্প খরচে ৭৮টি উপ-প্রকল্প গভীর নলকূল স্থাপন করা হয়েছে এবং এর মধ্যে যে সকল নলকূপের পানি পানযোগ্য নয় সে সকল নলকূপের পানি পরিশোধনের জন্য পরিশোধন প্লান্ট তৈরী করা হয়েছে। ২) উপ-প্রকল্প এলকায় (১০টি এলাকা) পানিতে আয়রণ/আর্সেনিক দূষণ রয়েছে সে সকল এলাকায় পানির আয়রণ/আর্সেনিক দূষণ মুক্ত করে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে; ৩) পানযোগ্য পানির মান বাংলাদেশ এবং বিশ্বসংস্থার মানে উন্নীত করা হয়েছে;

ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	প্রকৃত অগ্রগতি (পিসিআর অনুযায়ী)
গ) গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কৃষি উৎপাদন নিশ্চিতকরণ;	১) সেচ, গৃহাস্থলী এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় পানি সরবরাহের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন;
ঘ) সেচ, পানি সরবরাহ, হর্টিকালচার-নার্সারি উন্নয়ন ও পশুপালন, মৎস্য চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণে পানির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	১) প্রকল্প এলাকায় গৃহস্থলী, সেচ এবং অন্যান্য উৎপাদনশীল (হর্টিকালচার, নার্সারি উন্নয়ন, পোল্ট্রি, পশুপালন, মাছ চাষ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ ইত্যাদি) কাজে পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন;
ঙ) গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।	১) যে সকল কৃষক উপ-প্রকল্পের সেচ ও পানি সরবরাহ কাজে জড়িত তাদের ছাড়া সাধারণ কৃষকদের মধ্যে তেমন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি।

১৭.০ সুপারিশ:

১৭.১ ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং ঠিকাদারের নিকট থেকে হোস্টেল ভবনটি বুঝে নেয়া হয়েছে কিন্তু এখনও লিফট লাগানো হয়নি এবং ফিনিশিং কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। এ ছাড়াও ভবনের ফার্ণিচার, দরজা-জানালা, রেলিং ইত্যাদি নিম্ন মানের। ঠিকাদারের দ্বারা অবশিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করা এবং নিম্ন মানের ফার্ণিচার, দরজা-জানালা, রেলিং প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে;

১৭.২ প্রতিষ্ঠিত গবেষণার উপর আবার প্রায়োগিক গবেষণায় সরকারের আর্থিক অপচয় হয়। পল্লী উন্নয়নের জন্য গবেষণার নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করা প্রয়োজন;

১৭.৩ প্রকল্পটির External Audit সম্পাদন এবং উপ-অনুচ্ছেদ ১৭.১ এ উল্লিখিত সুপারিশের আলোকে গৃহিত পদক্ষেপ আইএমইবিভাগকেঅবহিতকরতেহবে।

পরিশিষ্ট-ক

(লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	একক	লক্ষ্যমাত্রা (ডিপিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত অগ্রগতি		
		আর্থিক	বাস্তব (পরিমান/ সংখ্যা)	আর্থিক	বাস্তব (পরিমান/ সংখ্যা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
(ক) রাজস্ব:						
জনবল:						
১। কর্মকর্তাদের বেতন	জন	-				অতিরিক্ত দায়িত্বে
২। কর্মচারীদের বেতন	জন	৬.৭৭	২	৩.৬২	২	আউটসোর্সিং-২ এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব
৩। ভাতা	-	৭.৬০		৪.৪৫		
উপ-মোট (জনবল)		**১৪.৩৭**	**২**	**৮.০৭**	**২**	
৪। অতিরিক্ত ভাতা		৭.০০		৬.৯৮		
৫। ডাকমাশুল		২.৫০		২.৩৮		
৬। টেলিফোন/টেলিগ্রাফ/ ইন্টারনেট		১৫.০০		১৫.০০		
৭। বিদ্যুৎ বিল		৭.৫০		৭.৪৯		
৮। পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট		৩০.০০		২৯.৯৫		
৯। মুদ্রণ এবং প্রকাশনা		১৮.০০		১৮.০০		
১০। স্টেশনারী		১৯.০০		১৯.০০		
১১। প্রচারণা এবং বিজ্ঞাপন/ ডকুমেন্টারী		১৯.০০		১৯.০০		
১২। প্রশিক্ষণ ব্যয়	ব্যক্তি	২২৫.৭২	৯৩৫৬	২২৫.৬৩	৯৩৫৬	
১৩। সেমিনার, ওয়ার্কসপ এবং কনফারেন্স	সংখ্যা	১৮.০০	৬	১৮.০০	৬	
১৪। নির্মাণ কাজের পরামর্শ	-	৫.০০		৫.০০		
১৫। মূল্যায়ন (মধ্যবর্তী/বিশেষ)	-	৫.০০		৫.০০		
১৬। জরিপ (উপ-প্রকল্প এলাকায় জরিপ)	সংখ্যা	২৪.৭০	৭৮	২৪.৭০	৭৮	
উপ-মোট (সরবরাহ ও সেবা):		**৩৯৬.৪২**	**৯৪৪২**	**৩৯৬.১৩**	**৯৪৪২**	
১৭। কম্পিউটার ও মেশিনারি উপকরণ		৯.২১		৯.১৯		
উপ-মোট (সংস্কার, মেরামত ও পুর্ণবাসন)	**-**	**৯.২১**		**৯.১৯**		
মোট (রাজস্ব)		**৪২০.০০**	**৯৪৪২**	**৪১৩.৩৯**	**৯৪৪২**	
(খ) মূলধন:						
সম্পদ আহরণ:						
মটরযান						
১৮। প্রশিক্ষণ বাস	সংখ্যা	৩৪.৫০	১	৩৪.৫০	১	
১৯। মিনি ট্রাক	সংখ্যা	৩২.২০	১	৩২.২০	১	
২০। মোটরসাইকেল	সংখ্যা	১০.৩০	৬	১০.৩০	৬	
২১। কৃষি যন্ত্রপাতি ও উপাদান খামার আধুনিকীকরণের জন্য জেনারেটর	-	৪৩৪.০৬		৪৩৩.৯৫		
২২। প্রশিক্ষণ উপকরণ, কম্পিউটার ও সফটওয়্যার	-	৫৬.৭৫		৫৬.৭১		

২৩। আসবাবপত্র		২০.২৪		২০.২৩		
২৪। অন্যান্য/ সিড ক্যাপিটাল (জীবিকা উন্নয়নের জন্য তহবিল)	সংখ্যা	১২৭২.৯৬	৭৮	১২৭২.৯৬	৭৮	
উপ-মোট (সম্পদ অর্জন)		**১৮৬১.০১**	**৮৬**	**১৮৬০.৮৫**	**৮৬**	
ভূমি ক্রয় ও ভাড়া:						
নির্মাণ শ্রমিক						
আবাসিক ভবন						
২৫। হোস্টেল প্রশিক্ষণ (১০ তলা ভিতসহ) ৫তলা সম্পন্ন		৫২০.০০	২১৭৬	৫১৯.৯২	২১৭৬	
সেচ অবকাঠামো						
২৬। টেস্ট ডিলিং	সংখ্যা	১৪.৯৯	২০	১৪.৯৪	২০	
২৭। পর্যবেক্ষণ দেয়াল	সংখ্যা	২১.০০	১৪	২০.৯৬	১৪	
২৮। পানি সরবরাহ (পানি সম্পদের ফলাফল প্রদর্শন (RDA পদ্ধতি), পানি সরবরাহ, পয়:প্রণালী,স্বাস্থ্য, বায়োগ্যাস প্লান্ট, সৌর বিদ্যুৎ, কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়াকরণ/বিপণন ব্যবস্থা ইত্যাদি)	সংখ্যা	৩৫১০.০০	৭৮	৩৫০৯.১১	৭৮	
২৯। অন্যান্য (ভূমি জরিপ, জিআইএস, ডিজাইন, মূল্যায়ন এবং তদারকি)	সংখ্যা	৭৮.০০	৭৮	৭৭.৯৬	৭৮	
উপ-মোট (নির্মাণকাজ)		৪১৪৩.৯৯	১৯০	৪১৪২.৮৯	১৯০	
মোট (মোট উপাদান)		৬০০৫.০০	২৭৬	৬০০৩.৭৪	২৭৬	
সর্বমোট (রাজস্ব+ মূলধন)		৬৪২৫.০০	৯৭১৮	৬৪১৭.১৩	৯৭১৮	